দু-পল্লী।

[সামাজিক নাটক।]

গ্রন্থকার—

শ্রীযোগেন্দ্রদাস চৌধুরী, এম্, এ।

কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়ার্ কলেজের সংস্কৃত ও
বাঙ্গালার প্রধান অধ্যাপক। 'তপ্তশ্বাস',
'কান্তলাল', 'রঙ্গমঞ্চ', 'রত্নাবলী'
উত্তর-চরিত ইত্যাদি
বহু বহু গ্রন্থ-
প্রণেতা।

প্রাপ্তিস্থান—

১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাগজ-বিক্রেতা-
গণের নিকট,—কলিকাতায়।

[খ] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রধান প্রাপ্তিস্থান—জে, চৌধুরী ব্রাদার্স।
১১ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন্, কলেজ স্কোয়ার।
কলিকাতা।

1926

প্রকাশক—গ্রন্থকার স্বয়ং।
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার,
"কাত্যায়নী মেসিন প্রেস"
৩৭।১ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

।হাম্মকিও করে ? কেন বছর চারেক পরে আমি আবার নাটক লিখিতে কলম ধরিলাম ? যাহা লিখিতে জানিনা তাহাতে চেষ্টা করিয়া লাভ কি ? অন্যায় করিয়াছি, তাহার ফলও পাইলাম। বইখানি কয়েকজন কর্ত্তৃপক্ষ-জাতীয় থিয়েটারী লোকের হাতে পর-পর দিয়াছিলাম, এবং একস্থানে উহার অভিনয়ের ভরসাও পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জুরীর বিচারে আর টিকিল না। এক স্থানে জবাব পাইলাম—"এ বই 'এমেচারে' ভাল চলিবে, পেশাদারী থিয়েটারে নয়" (কেননা ইহাতে পালে পালে মেয়েমানুষ নিয়া প্রেমের ঢলাঢলি ও গলাগলি নাই),—আচ্ছা! আর একস্থানে জবাব পাইলাম—"আপনি ভয়ানক বিষয় নিয়া নাটক লিখিয়াছেন!" শুনলে ? আচ্ছা কি ভয়ানক বিষয়টা আমার বইতে আছে ? যা'হোক্, নমস্কার করিয়া বইখানি ফিরাইয়া আনিলাম।

কিন্তু আপনারা জানেন বই ছাপানোটা বর্ত্তমানে আমার একটা দুঃসাধ্য রোগের মধ্যে পরিণত হইয়াছে! কিছু একটা কষ্ট করিয়া লিখিয়া ফেলিলে না ছাপাইয়া আমি একেবারে পারি না। তাই এই নাটকখানিও ছাপাইয়া দিলাম। কিন্তু সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে অভিনীত না হইলে কোন 'নাটক' বাজারে বিকায় না। আমিও জানি আমার এই বই বিক্রয় হইবার নহে। তথাপি যদি স্নেহবশতঃ কেউ দু'একখানি নিয়া যা'ন—যেন তাঁদের পয়সা খরচের জন্য না অনুতাপ করতে হয়, এই মতলবে কাগজের মূল্য-স্বরূপে এই বইর দাম এত অল্প নির্দ্দিষ্ট করিলাম। ইতি—

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ ইং। বিনীত গ্রন্থকা[র]

পাত্রগণ।

বিশ্বনাথ	কৈবর্ত্ত জাতীয় শিক্ষিত যুবক
রমেশ, হরি, ভোলা	ঐ সহচর।
তর্কচূড়ামণি, শিরোমণি	গ্রাম্য পণ্ডিত।
প্রতাপরায়	জমিদার।
দীনু-সর্দ্দার	দুরন্ত গ্রাম্য।
ঢেঁকি	গৃহহীন দরিদ্র।
হামিদা, রামা	গুণ্ডাগণের সর্দ্দার।
জাফর মিঞা	দরিদ্র চাষা।
হনুমান-সিংহ	জমিদারের দ্বারবান্।
পাদ্রি সাহেব	খ্রীষ্টান্ মিশনারি।

দারোগা, পাহারওয়ালা, বৃদ্ধগণ, গ্রাম্যগণ, চাষিগণ, বেকার যুবগণ, ডাক্তার, কবিরাজ ইত্যাদি, ইয়ারগণ, ভিক্ষুকগণ, কেরাণী, গুণ্ডাগণ, বীমার এজেণ্ট, কাবলিয়ালা, বিশ্বনাথের পিতা, আবিরার পিতা, বৈষ্ণব, চাপ্‌রাসিগণ—ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

আবিরা	বিধবা বালিকা।
মালিনী	দুশ্চরিত্রা।

রঘুয়ার মা, আবিরার মাতা, লেডী ডাক্তার, বৈষ্ণবীগণ, প[illegible] বৃদ্ধাগণ।

হিন্দু-পল্লী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

বিল্বমূল।
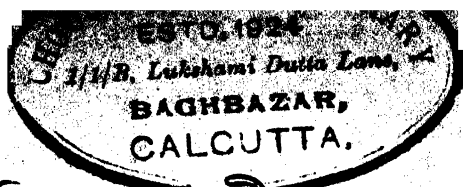
চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার বেদির উপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ উপবিষ্ট।
নিকটে পূজার সজ্জিত উপকরণ। যুবকগণ
ফুল-দূর্ব্বা ইত্যাদি হস্তে দণ্ডায়মান।

রমেশ, হরি,—সম্মুখে বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ—প্রণাম কর, সকলে প্রণাম কর—
শত ইন্দ্র শত চন্দ্র সহস্র দেবতা,
যাঁদের সমান নহে, সেই পিতামাতা।
সন্তানের সুখশান্তি স্বর্গ-সুরধাম,
তাঁদের চরণে মোরা করিনু প্রণাম॥

[সকলের প্রণিপাত]।

সকলে—জনক-জননি! গ্রহণ করুন, সন্তানগণের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করুন। [পুত্রগণ সকলে নিজ নিজ মাতা-পিতার হস্তে ভক্তিভরে খাদ্যদ্রব্যাদি উঠাইয়া দিল, তাঁহারা উহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন]।

বিশ্ব—প্রচার কর্‌তে হবে! এ প্রথা সারা জগতে ঘোষণা করে' বেড়াতে হবে! যে দেব্‌তাকে আমরা চোখে দেখি না, তাঁর স্বরূপ জানি না, তাঁর উদয় কোথায় অস্তও বা কোন্ দেশে কখনো তা' দেখ্‌লাম না, তাঁরই উপাসনায় আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দে মেতে উঠি,—অথচ—বিদ্বান্ বল আর মূর্খ বল, শাক্ত বল কিম্বা বৈষ্ণব বল—সকলেরি সাক্ষাৎ যে পার্থিব দেবতা মাতা-পিতা,—যাঁহারা দিবারাত্র নিজেদের শোণিত-ব্যয়ে সন্তানের দেহ পুষ্ট কর্‌তে নিযুক্ত থাকেন—তাঁদের দিকে মানুষ ফিরেও চাহে না!

রমেশ—আরে বিশুদা, ছেড়ে দাও তো পূজো—কোন কোন যায়গায় বুড়ো বাপের কাঁধে তল্পিতল্পা উঠিয়ে দিয়ে সেয়ানা শিক্ষিত ছেলেটী সাইকেল চড়ে শ্বশুর-বাড়ীতে যায়! হুঁ, এম্‌নি এম্‌নি করে বুক্ ফুলিয়ে চলে,—আর পথে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে অকাতরে পেছনের বুড়োটাকে দেখিয়ে বলে—'বাড়ীর পুরোণো চাকর!'

হরি—আবার কোন কোন দেশে বিদ্বান্ ছেলেমেয়েরা বুড়ো মা'কে ধরেই শ্মশান-ঘাটে চালিয়ে দেবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ভাতের হাঁড়িটা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে একবার রান্নাঘরে ঠেলে দেয়, আর পাশ করা বৌদের নিয়ে 'লম্পটের নেশা' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি হাতে দিয়ে গয়নার পেট্‌রার উপর বসিয়ে রাখে, আর শ্রীমান্ স্বয়ং চরণ-প্রান্তে

বসে' চায়ের বাটীগুলি ধৌত করতে করতে বলে—"নমস্তভ্যং স্তভ্যং নমস্তভ্যং নমোনমঃ।"

বিশ্ব—বাবা, মা, আপনাদের তৃপ্তি হয়েছে তো?

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ—হাঁ বাবারা, তোমরা শত শত বছর বেঁচে থ এক একজন লক্ষপতি হও!

বিশ্ব—তা'র চাইতে আশীর্ব্বাদ কর জনক-জননি, যেন আ মানুষ হই! যদি তোমাদের পায়ে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, ত তোমাদের আশীর্ব্বাদে স্বর্গের দেবতা নেমে এসে তোমা সন্তানদের কোল দিতে পারে, তোমাদের এক একজন সং ভুবন-বিজয়ী মহাবীর হয়ে উঠতে পারে! মায়ের আশীর্ব্বাদের পিতার বরের এত বল! আশীর্ব্বাদ কর মা, বাঙ্গালী যেন মানু মত মানুষ হয়, তা'র অন্তর যেন দেবতার নির্ম্মাল্যের পবিত্র হয়, তা'র প্রাণে যেন মহাসাগরের উদারতা এসে আ বিস্তার করে এবং তা'র বাহুতে যেন বজ্রের বল ফুলে উ বাঙ্গালার আজ বড় দুর্দ্দিন! সে দুর্দ্দিন ঘুচাতে হলে বাঙ্গালী আগে মানুষ হতে হবে!

[তর্কচূড়ামণির প্রবেশ।]

তর্কচূড়া—আরে বেটা অর্ব্বাচীন! করেছিস্ কি তোরা, এ্যা করেছি কি? হায় হায়! এ পাড়ার বিল্ববৃক্ষটী অপবিত্র করে দিলি আরে বেটা গোবৎসেরা? যত সব কৈবর্ত্ত, যত রাজ্যের নমঃশূ আর বাগ্‌দীর ছেলেরা জুটে কিনা এখানে পিতৃমাতৃ-পূজা করছিস অস্পৃশ্য চাঁড়াল বেটারা?

বৃদ্ধগণ—ওরে বাছারা, পালা' পালা'। ভট্‌চায্যি এসে পড়েছে

শাপ টাপ্ দেবেন! পেন্নাম কর্, চরণে লুটোপুটি খা'! ঠাকুর-বাবা, পেন্নাম! একটা পদধূলি দেন বাবাঠাকুর!

[পদধারণে উদ্যোগ]।

তর্কচূড়া—তিষ্ঠ! স্পর্শ করিস্‌নে আমাকে! বেটা অন্ত্যজের আস্পর্দ্ধা দেখ! দিব্যি সকালবেলা, এখনো নারায়ণ-সেবা পর্য্যন্ত করিনি, আর তোরা বেটা ঢঞ্ করে কিনা আমাকে ছুঁতে আস্‌ছিস্! দেবো নাকি অভিশাপ? দেবো নাকি?

[পৈতা-স্পর্শ করণ]

বৃদ্ধগণ—ওরে বাপ! পালা' পালা'। দোহাই ভট্‌চায্যি ঠাকুর! মাপ করেন, ছেলেপুলের অপরাধ মাপ করেন! [পলায়ন]।

রমেশ—ঠাকুর! এতক্ষণ আমরা তোমার চোখের মুখের জুল্‌কি-হুল্‌কি দেখ্‌ছিলেম! ফের্ বড় কথা কইবে—[আস্তিন গুটাইল]।

বিশ্ব—থাম রমেশ! পণ্ডিতমশায়, প্রণাম করি!

তর্কচূড়া—জাহান্নমে যাও, উৎসন্ন যাও! কৈবর্ত্তের ছেলে,—বি, এ পাশ করেছ বলে' অহঙ্কারে আর চোখে মানুষ দেখ্‌ছো না! পল্লীগ্রাম পেয়ে এখানে যা'তা' কর্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছ! বি, এ পাশ! এই তো গর্ব্ব?

বিশ্ব—ছি! ছি! কি অপরাধ করেছি আমি বাবা-ঠাকুর। কেন মন্দ বলেন?

তর্কচূড়া—অপরাধ করিস্ নি? এই বিল্ব-বৃক্ষটীকে আমি আজ দশ বৎসর ধরে' শারদীয়া পূজায় বাসন্তী পূজায় অর্চ্চনা করে' আস্‌ছি, কোন্ আক্কেলে তোরা আমার সেই বৃক্ষটীকে স্পর্শ করে অপবিত্র করে দিলি? তোরা অস্পৃশ্য জাত! তোরা' যখন আজ এই মহাবৃক্ষকে স্পর্শ করেছিস্, শিব-দুর্গা কি আর এখানে রয়েছেন?

বিশ্ব—বটে পণ্ডিত মশায়? এই কৈবর্ত্ত-জাতি কি এত ঘৃণিত যে তাহার স্পর্শে স্বয়ং দেবতাও কলুষিত হয়ে যান? এই কি আপনাদের শাস্ত্রে বলে?

হরি—বোধ করি দা'ঠাকুর, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেদিন যেদিন তা'হলে এই কৈবর্ত্ত নমঃশূদ্রাদি জাতে ছেলেপুলে সৃষ্টি করে করে পাঠা'ন, সে-সে দিন তাঁকে গঙ্গায় চান করে তবে অন্ন গ্রহণ করতে হয়? না?

তর্কচূড়া—হয় না; তবে কি? ব্রহ্মা-ঠাকুর আজকাল যা'তা' জাত সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন বলেই তো তিনি আজকাল পতিত! কৈ কোথায় কে ব্রহ্মা-পূজা করে বল্ দিকি! বল্‌তো তার হেতুটা কি? অরে বেটা অর্ব্বাচীন! পিতৃপূজা, মাতৃপূজা,—ছাই পূজা, ও সব ভণ্ডামি! কৈ কোনো দিন তো দেখ্‌লাম না যে একটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ডেকে নিয়ে দূর্ থেকে তাঁর পায়ে একটা অঞ্জলি দিলি, কিম্বা দু'দশ টাকা—দান-দক্ষিণা কর্‌লি!

রমেণ—বলি হে চূড়া-ঠাকুর, তোমাদের মত বামুনকে যে ব্যক্তি দান কর্‌বে, তা'র বার চারেক নরককুণ্ডে ডুব না দিয়ে যে—স্বর্গে যাবার পথটী থাক্‌বে না! তোমাদের ধরে' ধরে' যে পিটায় তা'দেরি পুণ্যি! কলিকালের এই তো আইন্! হাঁ, বামুনের মত বামুন হ'লে স্বয়ং দেব্‌তারা এসে প্রণাম কর্‌বে, আমরা কোন ছার্?

তর্কচূড়া—চুপ্ কর্ বেটা গোবৎস! আমাকে অপমান?

বিশ্ব—থাম রমেণ, ছিঃ, তুমিও পাগল হলে? কথায় কথা বাড়ে, চল আমরা সরে পড়ি! পণ্ডিতমশায়, অজ্ঞান-কৃত অপরাধ, যা' করেছি মাপ করুন্! প্রণাম!

[বিশ্ব, রমেণ ও হরির প্রস্থান]।

তর্ক—দূর্ হ', দূর্ হ' বেটা অন্ত্যজ! পুনর্ব্বার কখনো তোদের এই

বিল্বতলে দেখ্‌বো, তবে শাপানলে ভস্ম করে দেবো! [উচ্চৈঃস্বরে] অরে অ ত্রিপুণ্ড্রেশ্বর, অ গীষ্পতি-কুমার? বেটারা গেল কোথায়? নাঃ, কাউকে অদ্যই কল্‌কাতা পাঠিয়ে দু'দশ কলসী গঙ্গার জল আনিয়ে নিতে হচ্ছে! তদ্দ্বারা ধৌত না কর্‌লে আর এই বিল্ববৃক্ষে দেবতার অধিষ্ঠান হবে না!

[প্রস্থান]।

—০::০—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জঙ্গলাবৃত স্থান।

[ভীত-চকিত চাষিগণের প্রবেশ]

সকলে—বাঘ! বাঘ! বাঘ! ঘোষদের চাকরটাকে মেরেছে, বিন্দীর গরুর বাচ্চাটাকে মুখে করে পালিয়েছে! ওদিকে গেছে, ওদিকে। ভোলা ছোরা হাতে করে' পেছনে ছুটেছে! বাপ্‌রে বাপ!

একজন—বলিস্ কিরে? আমাদের ভোলা? ছোরা হাতে করে বাঘের পেছনে ছুটেছে? বলিস্ কিরে? তোরা বারণ কর্‌লিনে?

অপর—বাপ্! সে কি কারু কথা শোনে? ওর যেমন সাহস তেমনি গায়ের বল।

[নেপথ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ]

সকলে—[দেখিয়া] ওই—ওই যে! বাপ্‌রে! দেখ্ ভোলা কেমন করে লড়্‌ছে! উঃ! তার সারা অঙ্গ রক্তে লাল হয়ে গেছে, তবু লড়্‌ছে! [উচ্চৈঃস্বরে] ভোলা, অ ভোলা? আয়, ছাড়্ পালিয়ে আয়, নইলে তোকে মেরে ফেল্‌বে! [দেখিয়া] এ্যা! ফেলে দিলে! কাত্ করে ফেলেছে বাঘ্‌টাকে, ঐ—দেখ্ কেমন করে ছুরি মার্‌ছে! ও হরি! ও হরি! [চোখ্ বুজিল।]

[রক্তাক্ত দেহে ব্যাঘ্র-স্কন্ধে ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—[বাঘটাকে ফেলিয়া] উঃ! মরে গেলাম! একটু জল এনে দে ভাই! [ভোলা মাটীতে শুইয়া পড়িল, সকলে তাহার শুশ্রূষা করিল]

[বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ—ভোলা, ভোলা?

ভোলা—বিশুদা, তুমি এসেছ? দেখ মেরেছি। পরশু দিন তোমার কাছে শপথ করেছিলেম যে বাঘটাকে মার্‌বো, তাই মেরেছি। [উৎসাহে দাঁড়াইয়া] শ্যালার বাঘ, বল তো কত দিন ধরে এই কয়টা গাঁয়ের কত অনিষ্টই না করেছে! আর গত তিনটি রাত্ যে আমি নদীর ধারে ঐ বটগাছের উপরই বল্লমটা নিয়ে বসে' বসে' কাটাচ্ছি।

বিশ—[ভোলাকে আলিঙ্গন করিয়া] ভোলা,—ভোলা, ভাই? এমন দুঃসাহসের কাজও কর্‌তে আছে? একখানা ছুরি নিয়ে তুই বাঘ মার্‌তে যাস্?

ভোলা—মরণ তো একদিন আছেই, ভয় কি বিশুদা? মা মর্‌বার

সময় আশীর্ব্বাদ করে গেল—'বাছা, তোর গায়ে পাঁচ হাতীর বল হৌক্, এই নে মাদুলি!' এই দেখ সেই মাদুলিটা!—সেদিন থেকে বিশুদা' আমি জোয়ান! চাষার ছেলে, জান তো, যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, তখন থেকেই ভোররাতে উঠে—শীত নেই গ্রীষ্ম নেই বাবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে যেতে সুরু করেছি! তখন থেকে এই পিঠের উপর দিয়ে কত ঝড়, কত শিলাবৃষ্টি আর কত রোদ্ যে গেছে তা'র হিসাব নেই। তাতেই গায়ের চামড়াটা দেখ্ছো না, ঠিক কচ্ছপের ছালের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে কি বাঘের নখ সহজে পশে? উঃ জান না? কোমরের একটা হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে—সে শ্যালা মুখুয্যেদের ঘোড়া! নদীর বাঁধের উপর থেকে জলে ফেলে দিয়েছিল, তবু ডুবি নি! পাহাড়ের মত মত ঢেউ ভেঙ্গে সাঁতারে ওপারে গিয়ে উঠে-ছিলাম! আরে আঠার সালের জ্যৈষ্ঠ মাস, সেই তুফানের দিন! তুমি তখন কল্‌কাতায় পড়্ছো।

বিশ্ব—তোর কথা শুন্‌লে, তোকে দেখ্‌লে ভোলা, আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে উঠে। হায়, দেখ্ আজ আমাদের কি দুর্দ্দিন! আমা-দের শরীরে স্বাস্থ্য নেই, মনোবল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই,—আছে কেবল বুক্-ভরা নিরাশা, উদর-ভরা প্লীহা আর যকৃৎ, আর দেহ-ভরা জীর্ণ কঙ্কাল! এই তো বাঙ্গালী! এক একটা গ্রামে যদি তোর মত স্বাস্থ্যবান্ ও সাহসী দশ দশটী যুবকও থাক্‌তো, তথাপি আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা হোত না! যাক্, চল্ মায়ের কাছে যাই, তিনি তো কেঁদে আকুল, ঠিক করেই রেখেছেন যে তোকে বাঘে খেয়ে দিয়েছে!'

[বিশ্বনাথ ও ভোলার প্রস্থান।

[গ্রাম্য চাষিগণের গান]

পোড়া দেশের ফিরবে কবে হাল !
আপন ভালো বুঝ্‌বেন 'বাবু' ছাড়বেন সৌখীন চাল ॥
ভোর না হতে লাঙ্গল কাঁধে আমরা ছুটি মাঠে,
নাক ডাকিয়ে ঘুমোও তখন তোমরা শুয়ে খাটে।
ফিরি ঘরে তপ্ত রোদে (যবে) পোড়ে পিঠের ছাল,
চায়ের বাটী নিয়ে তখন তোমরা কাটাও কাল ॥
পোড়া দেশের ফিরবে কবে হাল !
মোটা চালের সেরেক অন্ন হজম করি সুখে,
মিহি চালের ছটাক ভাতেও তোমার উদর ফাঁপে।
খোলা পায়ে সাত আট ক্রোশ পথ চলে যাই উত্তাল,
গাড়ী ঘোড়ায় তিন ক্রোশ যেতে তোমার দেহ লাল ॥
পোড়া দেশের ফিরবে কবে হাল ॥
জলে ভিজি রোদে পুড়ি বাতাস আমার সয়,
একটু এদিক্ ওদিক্ হলে (তোমার) সর্দ্দি-গর্ম্মির ভয়।
ছট্‌পট্ কর পাখার তলে এলে গরম কাল,
(তখন) গাছের ছায়ায় কাটাই মোরা নিয়ে গরুর পাল ॥
পোড়া দেশের ফিরবে কবে হাল ॥
হাত পা' তোমার সরু সরু পেটটী খালি মোটা,
কেমন শক্ত গঠন আমার কেমন বুকের পাটা।
ধর্ম্মে আমার মতি তোমার পাঁচমেশালি চাল,
আমায় তবু 'ছোট' বলে তুমি দেবে গাল ॥
পোড়া দেশের ফিরবে কবে হাল ॥

——:•:——

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ।

[রমেশ ও হরির সহিত বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ্ব—উঃ! ভারি দুর্য্যোগ দেখছি। গাছপালাগুলি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাথার উপর পড়্‌ছে। আকাশটা চুড়্‌মার্ করে দিয়ে বাজের উপর বাজ পড়্‌ছে, মেঘের বুক্ চিরে' চিরে' বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। তবু ভাগ্যি, বৃষ্টি এখনো নামে নি! চল, বেগে চল!

রমেশ—বিশুদা, ভাব্‌ছি কি—এমন দুর্দ্দিনে রতনগাঁয়ে না গেলে কি চলে না? না হয় কাল-পরশু যাওয়া যাবে! ভারি দুর্যোগ—

বিশ্ব—বল কি রমেশ? কাল-পরশু? বানের জলে সারা দেশটা ভেসে গেছে, পল্লী গৃহশূন্য, মাঠে ফসলের চিহ্নমাত্রও নেই, কত লোক জলে ডুবে মরেছে, এখনো অনাহারে কত লোক মর্‌ছে। আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে পরশুদিন, অথচ আমরা না পাঠা'-লাম একজন সেবক, না কর্‌লেম্ তাদের কিছু সাহায্য!

হরি—চল বিশুদা, যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী! ঝড়-জল বর্ষার দিনে এমন কত হয়ে থাকে! কুচ্ পরোয়া নেই!

[নেপথ্যে—নদীর মধ্যে বহুলোকের আর্ত্তনাদ]

বিশ্ব—একি! কাদের চীৎকার! যেন নদীর মাঝে, দেখ তো!

[তিনজন লক্ষ্য করিয়া দেখিল]

রমেশ—বিশুদা! নৌকা-ডুবি! নৌকা-ডুবি! সর্ব্বনাশ! অনেক লোক ডুব্‌ছে!

বিশ্ব—এঁ্যা, তাইতো! এ দুর্যোগে এত লোক নদীর মধ্যে কেন? সঙ্গে আবার বাজনাওয়ালারা না?

হরি—ওঃ! বুঝ্তে পেরেছি! গিরীশ রায়ের মেয়ে আবিরার কাল বিয়ে হয়ে গেছে, বর-যাত্রিরা যাচ্ছে! ওঃ! তিনখানি নৌকা উল্টে গেল যে, কত লোক ডুব্ছে, কত লোক!

[নদীর মধ্যে পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ]।

বিশ্ব—এঁ্যা! তাই তো! কি করি! কি করি। [জামা খুলিয়া ফেলিল]।

রমেণ—[বিশ্বনাথের হাতে ধরিয়া]। এ কি বিশু-দা, ঝাঁপ দেবে? পাগল হয়েছ? দেখ্ছো না কি ভীষণ ঢেউ! এক একটা ঢেউয়ের চোটে দশ বারো হাত করে নদী-তীর খসে পড়্ছে! মর্তে চাও?

বিশ্ব—না, মর্বো না, ছাড়্! এত লোক চোখের উপর ডুবে মর্ছে, আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দেখ্বো? একটু চেষ্টাও কর্বো না? ছাড়্।

[হাত ছাড়াইয়া ছুটিল।]

হরি—রমেণ, কি সর্ব্বনাশ! বিশুদা'র কি হবে! আয় আয়, দেখি যদি ফিরাতে পারি।

রমেণ,—আরে ফিরাবো কি? ওই দেখ্ছিস্?—বিশু-দা ঝাপিয়ে পড়্লে, ডুবিয়ে দিলে যে—পাহাড়ের মত একটা ঢেউ এসে বিশুদাকে চেপে ধর্লে যে!

হরি—দোহাই মা-কালী! হায় কি করি! কি করি! চল্ দেখি এগিয়ে যাই, ধীবরদের ডিঙ্গী পাওয়া যায় কি না দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

[আবিরাকে কাঁধের উপর লইয়া বিশ্বনাথের প্রবেশ ।

বিশ্ব—যাই, ওই বটগাছের তলায় রাখি [স্থাপন ও শুশ্রূষা] ।

আবিরা—[সংজ্ঞালাভ করিয়া] দাদা—দাদা—তুমি—

বিশ্ব—যাক্, সংজ্ঞালাভ করেছে, বাঁচ্‌বে ! উঃ ! অনেক চেষ্টা করেও আর কাউকে বাঁচাতে পার্‌লেম না ।

আবিরা—[চাহিয়া] কে তুমি ? কে তুমি ? তুমি তো আমার দাদা নও !

বিশ্ব—হ্যাঁ বোন্, আমিই তোমার দাদা !

আবিরা—[উঠিয়া] না, তুমি নও ! কৈ আমার দাদা ? তাঁকে বাঁচাতে পার নি ? আমার দাদাও যে সেই নৌকাতে ছিল, তাঁকে দেখ নি ?

বিশ্ব—[স্বগতঃ] বোধ হয় রায়দের ছেলে নলিনের কথা বল্‌ছে ! উঃ, হতভাগ্য নলিনও তাহলে ডুবে মরেছে !

আবিরা—কি ? চুপ করে রইলে যে ? আমার দাদাকে দেখ নি ? তিনি যে আমার একটী মাত্র ভাই ! দাদা—দাদা—[ক্রন্দন] ।

বিশ্ব—তুমি অত অস্থির হয়ো'না বোন্ । তোমার দাদা বোধ হয় কোনো দিকে গিয়ে উঠে পড়েছেন ! তিনি যে মারা গেছেন কে বল্লে ?

আবিরা—না না, তিনি নেই ! তিনি আর আমি একই নৌকাতে পাশাপাশি বসেছিলেম,--দাদা—দাদা—[ক্রন্দন] ।

বিশ্ব—তোমার নাম কি বোন্ ?

আবিরা—আবিরা ! তুমি কে ? তুমিও বুঝি বরযাত্রিদের সঙ্গে ডুবেছিলে ?

বিশ্ব—না বোন্! আমি তীরের উপর থেকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেম! বড় কষ্ট হচ্ছে যে আর কাউকে বাঁচাতে পারলেম না।

আবিরা—তুমি আমার দাদাকে চিন্‌তে? তাঁর নাম নলিন্, বল না, তিনি কি তীরে উঠেছেন? বল না, ওগো বল না—[ক্রন্দন]।

বিশ্ব—অস্থির হয়ো'না বোন্, তিনি বোধ হয় রক্ষা পেয়েছেন, আমি এখুনি গিয়ে গাঙের কূলে ঘুরে দেখ্‌বো। তুমি একটু সুস্থ হও।

আবিরা—[বিশ্বের হাতে ধরিয়া] তুমি কে দাদা? কোথায় তোমার বাড়ী?

বিশ্ব—আবিরা, সত্যি আমায় দাদা বলে ডাক্‌লে? কিন্তু আমি যে কৈবর্ত্তের ছেলে বোন্, আমার নাম বিশ্বনাথ।

আবিরা—কৈবর্ত্তের ছেলে? তা'তে কি হয়েছে দাদা? কৈবর্ত্তেরাও তো মানুষ! তুমি আমার দাদা, আমি তোমার বোন্!

বিশ্ব—সাবধান অবিরা, ঐ বটগাছ সাক্ষী! আজ থেকে আমি তোর দাদা!

আবিরা—হুঁ, তাই!

বিশ্ব—আমারো আর ভাই-বোন্ নেই আবিরা, আজ থেকে তুই আমার প্রাণের বোন্! কেমন আবিরা,—কেমন?

আবিরা—হুঁ, তাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

[তাস ও পাশাখেলায় নিযুক্ত গ্রাম্যগণ]

১ম ব্যক্তি—নবখুড়ো, বলি সময় যে আর কিছুতেই কাটে না, দিন রাত খেলে খেলে আর খেলাও ভাল লাগ্‌ছে না। কি করি বল তো?

২য়—তবে এস না কিছুক্ষণ পরনিন্দে টিন্দে করা যা'ক্। হাতে যখন কারু কোন কাজ না থাকে সে সময় বসে যে পরের নিন্দা কর্‌তে হয়, ওই তো ঔষুধ। [তামাক টানিলেন]

১ম—আরে দূর্! তা' বল্‌ছি নে। আচ্ছা তুমিই বল না, আমাদের এই দুপোর বেলাটা কাটে কি করে? সকাল-বেলাটা ঘর-গেরস্তির কাজকর্ম্ম দেখে শুনে, দু'চারটী গরু-বাছুরের সেবা শুশ্রূষা করে, জায়গা-জমিগুলির খবর টবর নিয়ে, আর হরির পিসি কেলো'র মাসীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করে কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধ্যা-বেলাটাও এই তোমার পাঁচালি শুনে, কবির গান করে, কিম্বা রামায়ণটা মহাভারতটা পাঠ করে দিব্যি কাটানো চলে; কিন্তু এই যে দুপুর বেলা,—এটাকে কি করে যাপন করি?

৩য়—ঠিক ঠিক বলেছে ঘোষের পো! সহরে লোকগুলির তবু থিয়েটার বায়োস্কোপ রয়েছে, আমোদ-সামোদ আছে, ক্লাব আছে, বাগান বাড়ী আছে, কিন্তু যত দুর্দ্দশা আমাদের এই গেঁয়ে মানুষ-গুলির! [নস্যি টানিয়া] নবখুড়ো, এই হপ্তার 'বসুমতী' খানিও আসে নি বুঝি?

২য়—আচ্ছা রামদুলাল বলি এ হোল কি ? গাঁয়ের সব ছোটলোকের ছেলেরা এল্, এ, বি, এ, পাশ কর্‌তে সুরু করে দিলে ! এখন না পাওয়া যাবে একটা মুটে-মজুর, না পাওয়া যাবে কাজের সময় একটা পিয়ন পেয়াদা ! সব বেটারাই বল্‌বে যে আমরা বি, এ, পাশ !

১ম—আরে শুধু কি তাই ? ছেলেদের ইংরাজী শিখিয়ে ঐ বুড়ো বাপ-খুড়োরা কিন্তু এখন ভারি চালাক হয়ে উঠেছে,—দাখিলা-পত্রে অঙ্গিমান্-তমসুকে এখন আর তোমাদের এদিক্ সেদিক্ করা চল্‌বে না, সন তারিখগুলো এখন তারা ঠিক ধরে ফেল্‌তে পারে, বেটারা আইন-আদালতও কিছু কিছু বুঝে নিয়েছে।

[শিরোমণির প্রবেশ]

শিরোমণি—দিন ফিরে গেছে, কালের স্রোত ফিরে গেছে রামদুলাল, এখন আর 'ছোটজাত' বলে কাউকে উপেক্ষা করা চল্‌বে না !

সকলে—আসুন আসুন ঠাকুরদা, প্রণাম, প্রণাম !

শিরো—ভগবানের তাহাই ইচ্ছা ! দিনে দিনে যুগের পরিবর্ত্তন ঘোরতর ভাবে হয়ে যাচ্ছে ! ব্রাহ্মণের আধিপত্য গেছে, তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার ঘৃণিত চেষ্টায় নিজেরাই এখন হেয় ও অনাদৃত হয়ে উঠেছে, ক্ষত্রিয় তো বাঙ্গালাদেশে দেখ্‌তেই পাই না, আর ঐ বৈশ্যগণের জাত্যভিমান করে চল্‌বার দিনও অতীত ! এখন যুগধর্ম্মে ঐ শূদ্র-জাতিরই অভ্যুত্থান ! চারিদিকে চেয়ে দেখ শূদ্রেরাই এখন দেশের নেতা, শূদ্রেরাই এখন সচল-জগতের প্রধান কর্ত্তা।

১ম—কেন এমন হোল ঠাকুর দা ? বামুনদের তো আজকাল কেউ মান্‌ছেই না ! কিন্তু সত্য-ত্রেতায় এমন একদিন তো ছিল—

শিরো—হ্যাঁ, যখন ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি-হেলনে এক একটা পৃথিবীর ভাগ্য

নিয়ন্ত্রিত হো'ত, ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শে কত রাজাধিরাজ ধন্য হোত,—স্বয়ং নারায়ণ পবিত্র হ'তেন। কিন্তু সে দিন গেছে!

২য়—আচ্ছা ঠাকুর দা, কেন এমনটী হো'ল! আপনারা জোর করে আবার উঠ্‌তে পারেন না?

শিরো—না না নবচন্দ্র! সেদিন আর নেই। ব্রাহ্মণের আর সেই নিষ্ঠা কোথায়, সেই সাধনা ও চরিত্রের বল এখন কোথায়? এখন ব্রাহ্মণ-গণ বড়লোকের দাস্যবৃত্তি, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-ভোজন, চারটী পয়সা দক্ষিণার লোভে চার ক্রোশ পথ অকাতরে গমন, মিথ্যাসাক্ষ্য, ব্যভি-চার, সুরাপান এবং ম্লেচ্ছ-যবনাদির পদ-লেহনেই নিযুক্ত! ব্রাহ্মণ এখন গায়ত্রী ভুলেছে, সন্ধ্যা-পূজা ছেড়ে দিয়েছে, শাস্ত্র-পাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করে ইতর-বর্ণের মত ইতর কার্য্যাদিতে মন দিয়েছে।

৩য়—কিন্তু এখনো যে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আছেন—তাঁরা সমাজের মাথা হয়ে থাক্‌তে চান?

শিরো—মানুষ হয়ে মানুষের মাথার উপর আধিপত্য কর্‌তে হলে যে অনেকখানি প্রাণের বল দরকার করে ভাই! হাঁ, শাসনের সময় ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ অস্ত্র-ধারণ করে একবার যেমন পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়ের শোণিতে একুশবার প্লাবিত করেছিলেন, তেমন আবার পৃথিবীর আপদ্ দূর করবার জন্য—দধীচির মূর্ত্তিতে ব্রাহ্মণ নিজের অস্থিদানও করেছিলেন,—অগস্ত্যবেশে আবার গিয়ে সাগরেও ডুবেছিলেন। ব্রাহ্মণের তখন যেমন সাধনা ছিল, ব্রহ্মতেজ ছিল,—তেমন উদারমন ও আত্ম-বলির মহিমাও ছিল! ব্রাহ্মণ হওয়া খুব সোজা নহে রামদুলাল!

[নেপথ্যে—'আমি তোমায় ভালবাসি—ই—ই—ই']

সকলে—ওরে ঢেঁকি বেটা আস্‌ছে যে! অ ঢেঁকি, আয় আয়!

শিরো—ঢেঁকি কে হে রামদুলাল?

১ম—ঢেঁকিকে জানেন ঠাকুর দা? আপনি অনেকদিন তীর্থে জঙ্গলে ঘুরে—সবে দেশে এলেন কি না, তাই সকলকে চেনেন না। ঐ বেটা মাঝের পাড়ার শম্ভু গয়লার ছেলে নবীন,—মা বাপ মরে যাবার পর তার মাথাটা খারাপ হয়েছে, সে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়,—দেশের যত পচা বাসি খবর একে তাকে বলে' বেড়ায়, আর যা'র তার বাড়ীতে খায়। সকলে তাই তা'র নাম দিয়েছে নারদের চেলা ঢেঁকি!

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—'বলি রে ও হরির মাসী—'। কে কে ঠাকুর দা? আমায় একখানা চাকরি দিতে পার? একখানা চাকরি?

শিরো—তুমি আমায় কেমন করে চেন?

ঢেঁকি—বাঃ! আপনাকে চিনি না? বছর আষ্টেক আগে আপনি আমাদের পাড়ার ভজুর মেয়ে নীরদার সঙ্গে যে ভাব করে উঠ্‌তে ছিলেন—

সকলে—দূর্ দূর বেটাচ্ছেলে! মার্‌তো! মার্‌তো বেটাকে!

শিরো—[বাধা দিয়া] নবীন ঠিক কথা বলেছে ভাই! যৌবনে আমি যে একটা গুরুতর পাপ কর্‌তে গিয়েছিলেম নবচন্দ্র! তারি প্রায়-শ্চিত্ত কর্‌তে গিয়ে এই সাতটী বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরে এলাম! নবীন মিথ্যা বল্‌ছে না রামদুলাল!

১ম—তা' হোলই বা! তেমন বয়সকালে একটু আধটু কে না করে ঠাকুরদা? তা' বলে কি একজন সে কথা আর একজনকে গিয়ে বল্‌তে আছে, না নিজে সে কথা স্বীকার কর্‌তে আছে?

২য়—সে জন্যই তো ও বেটাকে সকলে নাম দিয়েছে নারদের চেলা ঢেঁকি !

শিরো—ওই তো তোমাদের ভুল ! আরে ভ্রমবশতঃ একটা পাপ করে যদি সে কথাটা পুনঃ পুনঃ লোকের কাছে স্বীকার কর্‌তে পারা যায় তা' হলে যে পাপের বোঝাটা কমে ! দেহ তা'তে হাল্‌কা হয় ! আর একটা পাপকে গোপন কর্‌তে গিয়ে আবার মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নেওয়ার মানে' হচ্ছে আর একটা গুরুতর মহাপাপ করা !

ঢেঁকি—"বলিরে ও হরির মাসী,—আমি তোমায় ভালবাসি—ই—ই !"

৩য়—আরে দূর বেটা ! গান রাখ, দেশের খবর-টবর বল্‌ !

ঢেঁকি—দেশের খবর ? রসিক মোড়ল যে আবার বিয়ে করেছে !

২য়—বলিস কিরে ? কোন্‌ রসিক মোড়ল ? সেই পঁচাত্তর বছরের বুড়ো ?

ঢেঁকি—তার বয়স পঁচাত্তর কে বল্লে ? সেদিন তা'দের বাড়ীতে আমায় খেতে দিলে কিনা, দেখ্‌লাম গণক-ঠাকুর এসে কোষ্ঠী দেখে বল্‌ছে —রসিকের বয়স মোটে একাত্তর বছর তিন মাস ! সে নাকি আরও উনিশ বছর বাঁচবে, তার উপর যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দান-দক্ষিণা করে তবে আরও দশ বিশ বছর বেশীও বাঁচতে পারে ! তাই তো সে আবার বিয়ে করেছে ।

শিরোমণি—কাদের মেয়ে বিয়ে করেছে রে ? সত্যি নাকি ?

ঢেঁকি—সত্যি না দা' ঠাকুর ? ঢেঁকি কখনো মিছা কথা কয় না ! আরে শোন মজাটা,—হাঃ—হাঃ—হাঃ ! এই দেখ, রসিক মোড়লের মেজো ছেলে উমাচরণের ইস্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে কিনা, তাই তা'র জন্য বুড়ো একটা মেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিল ! কিন্তু উমাচরণ যখন

শুনতে পেলে যে—সে মেয়েটার বয়স মোটে এগার বছর, তখন সে বল্লে—'সে মেয়েটা আমারি খুকীর চাইতে ছোট, আমি তাকে বিয়ে কর্‌বো ?' কি আর করে ? বুড়ো তখন কর্‌লে কি—লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কনে'র মায়ের হাতে হাজার তিনেক টাকা গুঁজে দিয়ে একেবারে তা'কে নগদ বিয়েটা করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে ! হাঃ—হাঃ—হাঃ !

শিরো—বলিস্ কিরে ? এ্যা ! হরি ! হরি !

২য়—আচ্ছা বলুন তো ঠাকুরদা, যখন মাস চারেক পরে ঐ বুড়োটার কাল হবে; তখন ঐ মেয়েটার গতি কি হবে ?

১ম—কেন, তিনটী উপায় দিব্যি রয়েছে ! এক—দড়ি-কলসী, দুই—কুটুনি বুড়ীর দল আর সহর, তিন—খ্রীষ্টান পাদ্রিগুলো ! এক দিকে গেলেই হোল ! তেমন কতই যাচ্ছে, রোজই তো যাচ্ছে !

শিরো—[উত্তেজিত ভাবে] অথচ এর প্রতিবিধান হিন্দু-সমাজে কর্‌বে না ! মেয়েগুলির উপর এই কুৎসিত অনাচার সকলে চোখ বুজে' সয়ে' যাবে ! পুড়ে' যাক্, জাহান্নমে যাক্ সে সমাজ !

[বেগে প্রস্থান ।

ঢেঁকি—আরে ! আরে ! চল্লে ঠাকুরদা'—একখানা চাকরি, তুমি দেশ-বিদেশ ঘুরে' এলে আমায় একখানা চাকরি দাও না—একখানা চাকরি— । [পশ্চাৎ গমন] ।

পঞ্চম দৃশ্য।

[গ্রাম্যপথ]

[মলিন পোষাকে দুইজন যুবকের প্রবেশ]

১ম—আমি তিনবার চেষ্টা করেছি।

২য়—আমি দুবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মর্‌তে পারলেম না।

১ম—প্রথম যখন বি, এ, পাশ করে' দু'বছর কোথাও চাকরী হোল না, তখন একরাত্রে গয়নার তাগাদা দিতে গিয়ে আমার 'ওয়াইফ্' বল্লে—'বৌকে যদি গয়না-পত্র দিতে না পার তবে বে' করেছিলে কোন আক্কেলে? লজ্জা করে না, বেয়াদব?" শুন্‌লে, আচ্ছা এমনটী বলে?

২য়—হ্যাঁ, ভারি অপমানের কথা! ভারি অপমানের কথা! বেটা-ছেলের প্রাণে এ সহ্য হয় না, কখনো না!

১ম—হুঁ! তখুনি ঠিক কর্‌লেম যে আত্মহত্যা করে মর্‌বো। তখন শীতকাল, মাঘমাসের শেষরাত্রি,—দড়ি-কলসী নিয়ে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিলেম, কিন্তু ভাই উঃ—যে শীত! গা থর্‌থর্ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, মরা হোল না, উঠে এলাম! 'ওয়াইফ্'কে গিয়ে বল্লাম—'খবরদার! আর ওরকম কথা বলো না!'

২য়—এবার আমার কথা শোন,—তখন সবে এফ্‌ এ, পাশ করে' নগদে ও গয়না-পত্রে মোটে সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে এক গরীবের মেয়ে বিয়ে কর্‌লেম! কিন্তু ভাই খুঁজে খুঁজে প্রাণান্ত, কোথাও চাকরি হোল না! তারপর একদিন যখন শ্বশুর-বাটীতে গেছি, শ্যালী-বেটী কি বল্লে জান?—নাঃ, বল্‌তে প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে

যায়, সে বড় শক্ত কথা! উঃ! সইতে পার্‌লেম্ না—ঘোড়ার মত ছুটে এসে বনের দিকে চল্লেম, স্থির কর্‌লেম—বাঘের মুখে প্রাণটা দেবো! কিন্তু ভাই একটা দিন বনে বনে ঘুরেও যখন বাঘের দর্শন পেলাম না, তখন ক্ষুধা-তেষ্টায় কাতর হয়ে আবার ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু তারপর থেকে শ্বশুর-বাটীতে আর একটী দিনের জন্যও যাই নি!

১ম—আচ্ছা ভাই, অতীতে যা হবার তা' হয়ে গেছে! এখন কি করি বল? আজ একুশদিন ধরে সহরে-বন্দরে কত যায়গায় ঘুরে এলাম, সব যায়গায় এক জবাব পেলাম—'রীডাক্‌সান, রীডাক্‌সান্।' বল্লে,—আমরা পুরোণো লোকদেরই তাড়িয়ে দিচ্ছি নতুন কি করতে নেবো?

২য়—আমিও ভাই ঘুরে ঘুরে শেষ কালটায় এক বেটা খোট্টার ধানের কারবারে গিয়ে পড়েছিলাম, সে বেটা বল্লে—'মাস চারেক নিজের খোরাক খেয়ে এসে যদি ধানের তুষ-ছাড়ানোর কাজে 'এপ্রেন্টিসি' করতে পার, তা' হলে কিছুদিন পরে পাঁচ সাত টাকা বর্ত্তন হয়ে যেতে পারে!' আচ্ছা দেখ তো?

১ম—না ভাই, আর পারি না, আজ যেমন করেই হোক্ আত্মঘাতী হবই হ'ব! সংসারের যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না!

২য়—হ্যাঁ, আমিও প্রস্তুত! এখন উপায় স্থির কর, আজই মরতে হবে!

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—'আমি তোমায় ভালবাসি—ই—ই—ই—!' এই যে, তোমাদের কাছে চাকরি আছে? আমায় একখানা চাকরি দিতে পার?

১ম—দূর্ বেটা ! তুই কে রে আবার ?

ঢেঁকি—আমি ঢেঁকি !

২য়—ঢেঁকি ? আঃ ! এ বেটাকে তো সেই খোট্টার ধানের কারবারে নিয়ে যেতে পার্‌লে অনেকটা কাজ হোত ! অরে, তুই ধানের তুষ্ ছাড়াতে পারিস্ ?

ঢেঁকি—না, ও সব আমি পারি না !

১ম—তবে এখান থেকে দূর্ হ' ।

ঢেঁকি—আচ্ছা তাই !—'আমি তোমায় ভালবাসি—ই—ই—'

[অন্তরালে গমন ।

১ম—তা' হলে ভাই উপায় স্থির কর ! সম্পূর্ণ মর্‌তে না পারি অন্ততঃ চেষ্টা করে হাত-পা'-গুলি ভাঙ্‌তে হবে, তা'হলে সহরের হাস্পাতালে গিয়ে দু'চার মাস অন্ততঃ নিশ্চিন্তে বসে খাওয়াটা যাবে !

২য়—তা হলে চল ওই গাছের উপর উঠে সেখান থেকে লাফ্ দিয়ে পড়ি । কিন্তু চিৎ হয়ে পিঠের উপর পড়্‌তে হবে ভাই ! তা'হলে মৃত্যু হলেও কোন রকম সাংঘাতিক মৃত্যু হবে না ! মাথাটা বেঁচে যাবে !

১ম—বেশ ! বেশ ! চল উঠে পড়ি ! এস ভাই তৎপূর্ব্বে পরস্পর শেষ বিদায়টা গ্রহণ করি [পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া] হা—হা—ভাই —আর কত দিনে দেখাটা হবে ভাই—ওঃ আমাদের কি হোল রে—[অশ্রুপাতাদি] ।

[নেপথ্যে—টিন্ পিটাইয়া ঘোষণা]

২য়—ও কি ! ও কিসের ঘোষণা ভাই ?

[ঘোষণাকারীর সহিত ঢেঁকির পুনঃপ্রবেশ]

১ম—আবার সেই ঢেঁকি বেটা দেখ্‌ছি!

ঢেঁকি—এই যে তোমাদের জন্য চাকুরি নিয়ে এলাম।

উভয়ে—চাকরি? কি চাকুরি রে? কোথায়? কত টাকা মাইনে?

ঘোষণাকারী—বিশুবাবু নদীর ধারে বিস্তর জমি বন্দোবস্তি নিয়ে আবাদ করেছেন জান তো?—সেখানে কয়েক জন বেকার শিক্ষিত লোকের দরকার।

১ম—এঁ্যা! শিক্ষিত লোক? অফিসের কাজ? কত টাকা মাইনে?

২য়—দেখ, কেরাণী—না 'সর্ট্‌হ্যাণ্ড্‌ টাইপিষ্ট্‌?'

ঘোষণাকারী—আরে না না, আফিসের কাজ-টাজ্‌ নয়। চাষবাসের কাজ, খোরাক পোষাক পাওয়া যাবে, আর সম্প্রতি গোটা দশেক টাকা মাইনে পাওয়া যাবে! কাজ হোল—ধান কাটা, পাট বুনা, জমি আবাদ করা, ফসলে জল দেওয়া—ইত্যাদি।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান।

২য়—এঁ্যা, বলে কি? এতদূর লিখাপড়া শিখে কি না যাব চাষের কাজ কর্‌তে? ছো—ছো—ছোঃ।

১ম—তাও আবার কৈবর্ত্তের ছেলে বিশু-বেটার অধীনে! তার চাইতে মরণও ভাল, দূর্‌ দূর—

ঢেঁকি—আরে নাও, নাও! মর্‌তে যাচ্ছিলে, তার চাইতে দশটী টাকা আর খোরাক পোষাক,—মন্দ কি?

২য়—আরে দূর্‌ বেটা! তুই সে চাকরি নিস্‌ না কেন?

ঢেঁকি—আরে আমায় দেবে না যে! শোন্‌লে না? বল্‌ছে—শিক্ষিত লোক চাই! বিশু জানে যে আমরা চাষা-গয়লার ছেলে কখনো ভাতে মারা যাই না, খেটে-খুটে দুঃখু-ধান্দা করে কোনো মতে

দু'চারটী পেট চালিয়ে নিতে পারি। তাই তা'র যত ভাবনা তোমাদেরি জন্ত। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া করে' করে, হাড়-মাস মেদ-চর্ব্বি সমস্তই তো জীর্ণ করেছ, দেহে বাকী আছে ঐ চাম্‌ড়ার ভেতর মাজাটা! তা'ও চাকৃরি চাকৃরি করে মাঠে-ভাগাড়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শীগ্‌গির গলে পড়ে যাবে! ভাই, তোমাদের চোখ্‌ ফুটাবার জন্যই তো বিশু-কৈবর্ত্ত ঐ জমিগুলির বন্দোবস্তি নিয়েছে! যাও, ভাল থাকে তো যাও, অহঙ্কার ছাড়,—চাষবাস একটু শেখ, জলে ভিজে রোদে পুড়ে, মাঠে-ময়দানে ঘুরে ফিরে,—গায়ে একটু বল করে নাও। দিন কাল বড্ড খারাপ পড়েছে রে দাদা,—এখন একটু গায়ের বল দরকার!

দুইজন—[সক্রোধে] মুখ সামালে' কথা ক'! মার্‌বো, মার্‌বো!

[প্রহার করিতে উদ্যত]।

ঢেঁকি—উরে বাপ!—পালাই বাবা, পালাই—! খাঁটি কথা শুন্‌লেই তো লোকের রাগ হয়! কিন্তু দাদা, গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে, হুঁ!

[প্রস্থান।

১ম—অপমান করে গেল বেটা, অপমান করে গেল!

২য়—নাঃ, আর এই প্রাণ রাখ্‌বো না! আর বিলম্ব নয়! চল উঠে পড়ি, এস, এস! কিন্তু ভাই দেখো, চিৎ হয়ে পড়বে! মৃত্যু হোক্‌ আপত্তি নেই, কিন্তু যেন কোন-রূপ সাংঘাতিক মৃত্যু না নয়, যেন মাথাটা বেঁচে যায়।

[পরস্পরকে টানিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণ।

বিশ্বনাথ আসনে উপবিষ্ট, ভোলা নিকটে দণ্ডায়মান,
সম্মুখে টেবিল কাগজ কলম ইত্যাদি।

বিশ্ব—তারপর নর্দ্দমা কাটা'তে সর্ব্বশুদ্ধ কত খরচ পড়্‌লো?

ভোলা – দু'শ সাতান্ন টাকা তের আনা।

বিশ্ব—উঃ! এত টাকা লেগে গেল?

ভোলা—লাগ্‌বে না? বল কি বিশু দা! কাজটা কি খুব সোজা মনে কর্‌লে? কত ঝাড়-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার কর্‌তে হোল, কত জনের গাছপালা কেটে পথ কর্‌তে হোল, তজ্জন্য দু'চার টাকা করে আবার ক্ষতিপূরণ কর্‌তে হোল, আর মজুরদের তো হাড় ভাঙ্গা খাটুনি! তবু স্কুলের ছেলেরা এসে অনেক কাজে সাহায্য করেছে বলে, নইলে আরও প্রায় শতেক টাকা লাগ্‌তো! কিন্তু বিশুদা, গ্রামের মধ্যে এ বছর আর এক ফোঁটা জল জমা হয়ে কোথাও থাক্‌তে পার্‌বে না, বোধ হচ্ছে এবার মেলেরিয়াটা মোটেই জোর কর্‌তে পার্‌বে না, কলেরার প্রকোপও এবার নিশ্চয় কম হবে!

বিশ্ব—এ বছর মোট কত টাকা আদায় হয়েছে? হিসাব দেখছো কি?

ভোলা—ঠিক মনে নেই। তবে বোধ হচ্ছে একুনে সাত-শ' টাকার উপর হবে! কমিশনার সাহেবই তো দুশ' টাকা দিয়েছেন।

[রমেশের প্রবেশ]

বিশ্ব—কি খবর রমেশ? কাল রাত্রে আর লোক মারা গেছে?

রমেণ—হাঁ বিশুদা, কালরাত্রেও তিন জন মরেছে! শুন্‌ছি পাশের গ্রামেও নাকি কলেরা হচ্ছে!

বিশ্ব—আমাদের সেবকেরা?

রমেণ—তারা ভাল আছে। তবে কাল সারাটী রাত ওদের কারু এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে দেবার অবসর হয় নি, আজ সকালেও আবার তা'রা শ্মশানঘাটে মরা পোড়াতে গেছে।

বিশ্ব—ও কি! সে তো ভুল রমেণ! ভারি ভুল! না খেয়ে না দেয়ে, দুর্ব্বল শরীরে কিম্বা পেটে ক্ষিধে রেখে কখনো কলেরা-রোগীর সেবা কর্‌তে যেতে নেই, তা'তে আক্রমণের ভয় কিন্তু খুব বেশী! আচ্ছা, ডাক্তার কবিরাজদের বলা হয় নি কি? ওরা তো কেউ এখনো এল না?

ভোলা—হাঁ, বিশুদা, ওরা এল বলে, অনেকক্ষণ ডেকে পাঠিয়েছি।

[শিরোমণির প্রবেশ]

সকলে—[দণ্ডায়মান হইয়া] এই যে পণ্ডিত মশায়, আসুন, আসুন, প্রণাম!

শিরো—আশীর্ব্বাদ করি বাছারা চিরজীবি হও! বিশু বাবা, আমি এলাম তোমার কাছে একটা চাকরির চেষ্টায়।

বিশ্ব—সে কি কথা ঠাকুর-মামা?

শিরো—হ্যাঁ বাবা! টাকা পয়সা চাইনে, ঠাকুর মর্‌বার সময় যে দু-দশ' বিঘা জমি-জমা দিয়ে গেছেন তাতেই আমার বেশ চলে যাবে! তবে কি জান? তখন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুর্‌তেম, বেশ এক রকম সময়টা কেটে যেত, কিন্তু দেশে ফিরে এসে আর ভাল লাগ্‌ছে না, হাতে কাজ-কর্ম্ম তেমন নেই, খালি বসে থেকে থেকে

মাথার ভেতর কতকগুলি দুশ্চিন্তার সৃজন করছি, অলস হয়ে থাকলে মনে ভয় হয় আবার না কোন দিন কোন ভুল-ভ্রান্তি করে বসি! আচ্ছা আমাকে তোমাদের ঐ সেবার কাজে লাগিয়ে দিতে পার না?

বিশ্ব—সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য ঠাকুরমামা, কিন্তু আপনি হলেন ব্রাহ্মণ!

রমেণ—আমাদের সঙ্গে জুটলে যে ঠাকুরমামা—আপনাকে ওরা জাতিচ্যুত করবে!

শিরোমণি—কে জাতিচ্যুত করবে বাবা? 'জাত'টা কি এতই ক্ষুদ্র জিনিষ যে কেউ ইচ্ছা করলেই কারু জাতটা নিয়ে যেতে কিম্বা দিতে পারে, কিম্বা কাউকে ভগবানের দেওয়া তা'র সেই জন্ম-অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে? ওটা তোমাদের ভুল!

বিশ্ব—কিন্তু মামা,—সেবার কাজে তো ছোট-বড় বিচার করতে পারা যাবে না, প্রয়োজন হলে একদিন আপনাকে চাঁড়ালের ঘরে গিয়েও তা'র মলমূত্র পরিষ্কার করতে হবে। তাই ভাবছি মামা—

শিরোমণি—ভাবছো কি বাবা? সে তো দরিদ্র-নারায়ণ! হোক্ না সে চাঁড়াল! তা'র সেবা মানে' আমার নারায়ণ-সেবা!

ভোলা—ঠাকুর মামা, আমরা হলেম ছোটজাত!

শিরো—কে বলে তোমরা ছোট? তোমরাই তো ব্রাহ্মণ! আচারে ব্যবহারে যে ব্যক্তি সৎ, প্রাণ যা'র উদার, হৃদয় যা'র উন্নত, চরিত্র যা'র গঙ্গাধারার মত নির্ম্মল—আমি তা'কেই ব্রাহ্মণ মনে করি, আজকাল কলিকালে ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে ঐ যজ্ঞ-সূত্রের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই!

বিশ্ব—বেশ! বেশ! ঠাকুরমামা, আমরা আপনাকে মাথায় তুলে

রাখ্‌বো! এস সকলে ঠাকুরমামাকে আলিঙ্গন করি। প্রণাম করি।

[সকলে শিরোমণির পদধূলি লইয়া আলিঙ্গন করিল]

[এলোপ্যাথিক ডাক্তার, হোমিও ডাক্তার, কবিরাজ ও চশ্‌মাধারী লেডি ডাক্তারের প্রবেশ]

বিশ্ব—আসুন, আসুন, ডাক্তার-বাবুরা! কেমন আছেন, ব্যব্‌সা টেব্‌সা কেমন চল্‌ছে আপনাদের?

এলোপ্যাথি—সেকথা আর বলেন কেন মশায়! দিন কাল বড্ড খারাপ! লোকের ব্যারাম ট্যারাম তো মোটে হচ্ছেই না, তার উপর একই গ্রামে আমরা হলাম একুশ জন খালি এলো-ডাক্তার!

ভোলা—বলেন কি? এত ডাক্তার কখন হয়ে গেল?

এলোপ্যাথি—আরে বল কেন আর সে কথা! আজকাল লোক দু' একটা মাস সহরে-বন্দরে ঘুরে এসেই অমনি ফির্‌বার সময় 'দু একখানা ভোঁতা নিলামের ছুরি-কাঁচি, আর আউন্স চারেক কুই-নাইন্‌, আর দশ-বারোটা ঔষধের ফাইল,—এই নিয়ে এসে বাস্‌' ডাক্তারি সাইন্‌'বোর্ড্‌ মেরে বসে পড়্‌লো গাঁয়ে। আল্‌মারি একটা সাম্‌নে রাখ্‌লে!—আরে রাম, ওর সমস্ত শিশি মেজেণ্টারের জলে ভর্ত্তি।

হোমিওপ্যাথি—ঠিক ঠিক মশায়! আর আমাদের হোমিওপ্যাথির ডিগ্রীটা তো আজকাল কলাই-শুটীর দানার মত সস্তা হয়ে গেছে। খামে করে' টাকা দশেকের ডাক-টিকিট কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিলেই হপ্তা খানেকের মধ্যে বাড়ীতে ডিগ্রী এসে যায়! আর টাকা তিনেকের চার-পয়সা ড্রামের ওষুধ কিনেই তো প্রথম ডিস্‌পেন্‌সারীটা খুলে বসা চলে! হরিবোল, হরিবোল!

কবিরাজ—আজ্ঞে আমাদের ব্যবসাটা আরও মন্দা! লোকে তো আজ কাল ডাক্তার ওষুধ্ খেয়ে খেয়ে আমাদের আর পছন্দই কর্‌ছে না, তার উপর ঐ পাড়াগেঁয়ে ঠাকুর-মা, দিদিমা বুড়ীগুলিই আমাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে! বেটীদের মুখে সারা নিদানের সূত্র-গুলিই মুখস্থ! কারু অসুখ বিসুখ হ'লে—এই তুলসির পাতটা, গোলমরিচটা, মিশ্রিটা দিয়েই ব্যারামটা সেরে দিলে!

লেডী ডাক্তার—'ইয়েস্ সার'! আমাদের প্রোফেসান্‌টাও মাটী কর্‌লে ঐ পাড়াগেঁয়ে দাইগুলি! তার উপর আজকাল লোকজনের ছেলে-পুলেও হচ্ছে না, আমরা 'ডেলিভারী' কেস্‌টেস্‌ও পাচ্ছি নে।

বিশ্ব—আচ্ছা! আপনারা সকলে রতনগাঁয়ে যেতে পারেন?—পারি-শ্রমিক পাবেন, দিন চার পাঁচ সেখানে থাক্‌বেন। সেখানে অনেক লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে!

ডাক্তারগণ—হাঁ, হাঁ, খুব খুব পার্‌বো! 'ইয়েস্ সার।' 'ইয়েস্ সার!'

বিশ্ব—আচ্ছা তবে আপনারা এ বেলাই যাত্রা করুন। চলুন ঠাকুরমামা বেলা হয়ে গেল।

[বিশ্ব, শিরোমণি, রমেশ ও ভোলার প্রস্থান।

[ডাক্তার, কবিরাজ ইত্যাদির নৃত্যগীত]

এলোপ্যাথি—আমি ডাক্তার, আমি ডাক্তার, আমি ডাক্তার—
রোগীকে করি হয়তো এস্‌পার নয়তো ওস্‌পার।
জল জোলাপ আর জ্বরের বড়ী
এই তিন নিয়েই ডাক্তারি—
তার উপর ইন্‌জেক্‌সান, অপারেশান্, খরসান অস্ত্র আমার।

হোমিও—যার কোথাও নেই কোন গতি
তার শেষ গতি হোমিও-পেথি।

আমি সেই গতির গতি রামগতি কামার !
ওষুধ আমার জলবিম্ব, অথবা টিকৃটিকির ডিম্ব
নাকৃসভমিকা, পাল্‌সেটিলা, অথবা সাল্‌ফার ॥

কবিরাজ—আমি কবির রাজা কবিরাজ, রোগীর কাছে যমরাজ,
শমন দেখে পায় লাজ, কথায় কিবা কাজ।
আমি গুলি ছাড়ি বড় বড়
গিল্‌তে লোকের প্রাণ উজার,
অনুপান দিই পোড়া এলাচ, মধু আর ভিঙ্‌রাজ !

লেডী ডাক্তার—আমি ডিগ্রীধারী ধাই,
কলকাতায় করেছি পড়া আমার জোড়া নাই।
আমি ইংরাজীর ধারি না ধার, সবায় বলি 'ইয়েস্‌ সার্‌'।
চশ্‌মা পরি, সভ্য নারী, সাইকেল চালাই ॥
আমি ডিগ্রীধারী ধাই।
[পরস্পর হাত ধরিয়া নৃত্য]

—--:o:——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(আবিরার পিতৃগৃহের একপার্শ্ব)

বিধবা আবিরা গান করিতেছিল।

গান

দলিয়া মারিবে যদি ছিল মনে
সাজালে কেন বা বিবিধ-ভূষণে,
যদি নিমেষে ডুবাবে অতল সলিলে
কেন বা বসালে সোণার-তরণে।
কেন বা পল্লবে ফুটালে কুসুম
কেন বা মুকুলে ছিঁড়িলে কাননে,
ঘন তমসায় ডুবাইবে যদি
কেন বা বিজলী হানিলে নয়নে।
কেন দাও সুখ অহে দয়াময়
কেন বা মানবে জ্বালাও যাতনে,
কেন রাঙা রবি ফুটাও প্রভাতে
কাল মেঘে যদি ঢাকিবে গগনে॥

[বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ্ব— আবিরা, আবিরা ?

আবিরা—দাদা, দাদা, এতদিনে মনে পড়েছে ? তুমি কেমন নিষ্ঠুর বল তো ? তিনটা দিন আস্‌বে আস্‌বে বলে মা সন্ধ্যাবেলা খাবা তৈরী করে’ করে’ বসে রইলেন !

বিশ্ব—হ্যাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে বোন! তবে কি জানিস?—সময় মোটেই পাই না, সেবার কাজ-কর্ম্ম দেখে দু'দিনে একদিনে বাড়ীতে একবার আসি। তাই একদিকে গেলে আর একটা দিক্ গোলমাল হয়ে যায়। পিসিমা কোথায়?

[অবিরার মাতার প্রবেশ]

অবিরার মাতা—এই যে বাবা, এতদিনে আমাদের কথা মনে পড়েছে?

বিশ্ব—(পদধূলি লইয়া) সময়ের বড় অভাব পিসিমা, তাই খুব ঘন ঘন আস্‌বার অবসর ঘটে না। আপনারা ভাল আছেন তো?

মাতা—ভাল আর কোথায় আছে বাছা! সে খবরটী বল্‌বার জন্যই তো তোমাকে সংবাদের পর সংবাদ দিচ্ছি। তিনিও সহর থেকে দু'-হপ্তা ধরে আস্‌ছেন না, পরের চাকর, ছুটী তো সব সময়ে পাওয়া যায় না।

বিশ্ব—ব্যাপার কি পিসিমা? কি হয়েছে?

মাতা—কি আর হবে বাবা? দশ সংসারে অসহায় বিধবাদের উপর যাহা যাহা হয়, আমাদের উপরও তাই হচ্ছে। ভালুক-পাড়ার হামিদা গুণ্ডা পেছনে লেগেছে, যা'কে তা'কে দিয়ে অবিরার কাছে যা' তা' সংবাদ দিচ্ছে—[লজ্জায় নতমুখী হইলেন]।

বিশ্ব—[উত্তেজিত ভাবে] এসব কি বল্‌ছেন পিসিমা? সত্যি?

মাতা—মিথ্যা বলবার কি লাভ বাবা! দু'খানা বিনামা চিঠীও যে এসেছে, তা'তে লিখেছে—যদি আমি আবিরাকে আপোষে ছাড়তে রাজি না হই তবে তা'রা এসে রাত্রিবেলা আমাদের ঘরে আগুণ দিয়ে আবিরাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! [অশ্রুপাত]।

বিশ্ব—তাইতো! তাইতো! এ তো বড় বিপদের কথা! হ্যাঁ, রঘুয়ার মা বুড়ী আপনাদের বাড়ীতে রাত্রে এসে শোয় না?

মাতা—হুঁ বাবা, তা'তে আর নিশ্চিন্তির কি আছে! আমরা তিনটী মাত্র মেয়ে মানুষ! ভারি ভয় লাগে!

বিশ্ব—আচ্ছা পিসিমা, এক কাজ করুন্। আজ থেকে রাত্রিবেলা এসে আমিই না হয় আপনাদের বাইরের ঘরটায় শো'ব! তা'তে আর ভাবনার কি আছে!

মাতা—তুমি? না না বাবা, তা' করো না, তা' হলে বিপদে পড়্‌বো!

বিশ্ব—কেন পিসিমা? [অবিরা ইঙ্গিত করিয়া মাতাকে নিষেধ করিল]

মাতা—[নীরব]।

বিশ্ব—কি, চুপ করে রইলেন যে? কি হয়েছে বলুন্ না?

মাতা—আর বাবা না বল্লেও কি করে চলে! সব কথা তোমায় খুলে না বল্লে তুমি কি মনে কর্‌বে বাবা? তুমি এই কয়েক মাস আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা কর্‌ছো বলে চূড়ামণি ঠাকুর সহরে তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছে যে আমাদের শীঘ্রই জাতিচ্যুত কর্‌বে। তাই তিনি বলে পাঠিয়েছেন তোমাকে যেন নিষেধ করি—

অবিরা—[বাধা দিয়া] মা, মা, তুমি ওসব কি বল্‌ছো? না না দাদা, নলিন্ দা'র মরণের পর থেকে বাবা কেমন কেমন হয়ে গেছেন, তাই কা'কে যে কি বলেন ঠিক নেই!

বিশ্ব—ওঃ! আমি ছোটজাত বলে আমার সঙ্গে মেশামেশিতে আপনারাও পতিত হচ্ছেন তা'হলে পিসি মা? এই তো?—

মাতা—[বিশ্বের হাতে ধরিয়া] না বাবা, অভিমান করো না, তুমিই

তো আমাদের আপদের বিপদের একমাত্র সহায়! আমি তোমায় যে আমার নলিনের মতই দেখি।

বিশ্ব—উঃ! এই স্নেহ-মায়ার সুপ্ত-নীড়েও ঐ জাতের প্রশ্ন! আচ্ছা পিসি মা, সমাজের শাসন তো আপনাদের মান্‌তেই হবে! আমি কেন আপনাদের বিপদে ফেল্‌বো? আজ থেকে আমি না হয় একটু দূরে দূরেই থাকি?

মাতা—সে কি বাবা? তা' হলে কি তুমিও আমাদের প্রতি বিরূপ হবে?—আবিরাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখন কি তা'কে গুণ্ডার হাতে তুলে দেবে বাবা?

বিশ্ব—সে কি কথা! তা' কি হতে পারে? [উত্তেজিত ভাবে] না, পিসিমা, আমি এখুনি গিয়ে পুলিসের সাহায্যে হামিদা বেটাকে গ্রেফ্‌তার করা'বো!

মাতা—সুধু হামিদাকে গ্রেফ্‌তার করিয়ে কি হবে বাবা? গোয়াল-পাড়ার রামাও যে দুইটী কুটনি লাগিয়েছে! সে দিন আমি পুকুরঘাটে গেছলাম,—এসে দেখি আবিরা বুড়ী বেটীকে ঝাঁটা দিয়ে মার্‌ছে। আমি তা'কে বক্‌তে লাগ্‌লেম বাবা, কেন শত্রু বৃদ্ধি করা!

বিশ্ব—[আনন্দিত হইয়া আবিরার হাত ধরিল] আবিরা? কেন রে?

আবিরা—মার্‌বো না দাদা? সে বেটী এসে আমায় যা' তা' বলে ফুস্‌লাচ্ছিল, তার উপর রামার কাছ থেকে একখানি রঙীন্ চিঠিও নিয়ে এসেছিল। আমি সেখানি বুড়ীকে চিৎ করে ফেলে তা'র দাঁতের ভিতর গুঁজে দিয়েছি।

বিশ্ব—বেশ! বেশ করেছিস্ বোন্! বড় খুসী হলা'ম পিসি মা। আপনার লক্ষ্মীমেয়ে! সাহসী মেয়ে!

[শিরোমণির প্রবেশ]

শিরোমণি—তুমি এখানে বিশু ? আমি যে কত যায়গায় ঘুরে এলাম ! রতনগাঁও থেকে আস্‌ছি, খবর আছে !

বিশ্ব—আচ্ছা ঠাকুরমামা, সে কথা পরে শুন্‌বো ! এখন আমাকে বলুন্ তো—বিধবা বালিকাদের পুনর্ব্বিবাহ হিন্দু-সমাজে হয় না কেন ?

শিরো—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বাবা ? ও বুঝেছি !

[লজ্জায় আবিরা সরিয়া গেল]।

শিরো—বাল-বিধবার পুনর্বিবাহে শাস্ত্রের বাধা তো কিছু নেই, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায় তো তাহা জলন্ত অক্ষরে প্রমাণ করে গেছেন ! তবে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ তা'তে রাজি নয় ! এই যা' বিপদ্ !

বিশ্ব—কেন মামা, তা'তে বাধা কি ?

শিরো—বাধা অনেকটা ! প্রথম বাধা হোল—প্রাচীন-দলের কতকগুলি লোকের একটা অর্থহীন একগুঁয়েমি। দ্বিতীয় বাধা হোল—অর্থসমস্যা এবং ঐ ঘৃণিত পণ-প্রথা ! আমি অবশ্য গরীবদের কথাই বল্‌ছি,—মনে কর ঐ গিরীশবাবু ! তিনি তো চারটী মেয়েকে চালা'তেই পণ দিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন,এখন বাড়ীভিটে পর্য্যন্ত মহাজনের গ্রাসে ! তার উপর এখনো তাঁদের ঘাড়ে আবিরার ছোট আরও একটী মেয়ে রয়েছে। এখন বল তো বাবা, তিনি সধবা মেয়েগুলিকে পাত্রসাৎ কর্‌তেই পার্‌ছেন না, তার উপর যদি অধিক পণ দিয়ে আবার বিধবাগুলিকেও চালাতে হয়, তবে তাঁর অস্তিত্ব আর থাকে কি ? আগে ঐ চাঁড়াল বর-পক্ষের পণগ্রহণের প্রথাটী যদি দেশ থেকে তুলে দিতে পার, তবে বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহে অনেকেরি আপত্তি থাক্‌বে না, কেন না এমন কোন হৃদয়-হীন

পিতামাতা বঙ্গদেশে নেই যিনি আপন মেয়ের বৈধব্য-দশা দেখে মর্ম্মে মর্ম্মে না জ্বলে যা'ন্।

বিশ্ব—[বাহিরের দিকে চাহিয়া] ও কে! ভোলা যাচ্ছে না ঠাকুর-মামা? ভোলা—অ ভোলা?

শিরো—তারপর শোন! যাঁরা বড়লোক, যাঁদের পণদিয়েও মেয়েকে চালা'বার সামর্থ্য আছে, তাঁদের তো অনেকেই আজকাল বিধবা মেয়েদের কিছুকাল কল্‌কাতায় পাঠিয়ে আশ্রমে রেখে লিখা-পড়া শিখিয়ে আবার দিব্যি তাদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন! অনেকেই দিচ্ছেন!

বিশ্ব—দিচ্ছেন? তাঁদের সমাজ?

শিরো—আরে যা'র টাকা আছে বাবা, সমাজ তাহার পায়ের তলে! সমাজের ভ্রূকুটি হোল খালি গরীব-দুঃখীর জন্য! যাক্, ওবেলা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো দরকারী কথা আছে! [প্রস্থান।

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—কি বিশু দা? এখানে কতক্ষণ এসেছ? মাসীমা কেমন আছেন? [পদধূলি লইল]

মাতা—বেঁচে থাক বাবা! বেঁচে থাক!

বিশ্ব—আরে শুন্‌ছিস্?—হামিদা নাকি বড্ড উৎপাত আরম্ভ করেছে, আবিরার নিকট—যা'তা' চিঠিপত্র দিচ্ছে, ঘরে আগুন দেবে বলে ধম্‌কাচ্ছে।

ভোলা—কে? ভালুকপাড়ার হামিদা? শ্যালা আবার মাথা তুলেছে! এখনো দু'মাস হয় নি শ্যালাকে ধরে নতুন গুপ্তের বাড়ীতে জুতো দিয়ে পিটা'লাম, আবার বেটা হিঁদুপাড়ার দিকে নজর দিচ্ছে?

বিশ্ব—আমি বল্‌ছি পুলিশে খবর দিই! কি বলিস্?

ভোলা—কি বল্‌ছো বিশুদা ? পুলিশ কখনো গুণ্ডা দমন করতে পারে ? শ্যালারা ঘুস্‌ খেয়ে সব ছেড়ে দেয়, আবার জান্‌বে, ঐ মেয়ে-চুরির ব্যাপারে অনেক শ্যালা দারোগাও যোগ থাকে! দেখ্‌লে না, বাগদীপাড়ার মাম্‌লায় তা' প্রমাণ হয়ে গেল!

বিশ্ব—না না, দারোগা-দের দোষ দিচ্ছিস্‌ কেন? ভালমন্দ সব সমাজেই থাকে! অনেক দারোগা আছেন যাঁদের চরিত্র আবার দেবতার মত! যাক্‌—তবে কি করি? এ তো ভারি ভাবনার কথা!

ভোলা—ভাবনা কিসের বিশুদা ? গুণ্ডার সঙ্গে যদি গুণ্ডা হয়ে লড়্‌তে পার তবে শ্যালারা ভয় পায়!

বিশ্ব—তুই যেখানে সেখানে ঐ কুরুক্ষেত্রের প্রস্তাব করিস্‌ কিনা, তাই ভয় হয়! আমরাও কি তা'দের সাথে মারামারি করতে যাবো রে ?

ভোলা—[উত্তেজিত ভাবে] যাবো না বিশুদা ? ওজন্যই তো হিন্দুর অধঃপাত! চোখের উপর থেকে দস্যু এসে তোমার সম্পত্তি, তোমার ধন, তোমার ঘরের বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আর অপ-মানের ভয়ে তুমি এক পা' এগুবে না, প্রতি-বেশী প্রতিবেশীকে সাহায্য করবে না,ঘটনার সময় সকলেই সরে পড়্‌বে, মাম্‌লায় কেউ সাক্ষী দেবে না! তা'তেই তো গুণ্ডারা জোর্‌ পায়। সকলে একজোট হয়ে দাঁড়াও দেখি। মার,—হাতে অস্ত্র নাও,—দু'চারটীর শির উড়াও! বেটাছেলে হয়ে যদি মেয়েছেলের মান ইজ্জত রাখ্‌তে না পারলে তবে খুন্‌ হয়ে মরা ভাল! [ক্রোধকম্প]!

বিশ—থাম্‌, ভোলা থাম্‌! পিসিমা, ভোলার বাড়ী তো আপনাদের খুবই নিকটে, দৈবাৎ যদি কখনো কোন আপদ্‌ বিপদ্‌ ঘটে, তখুনি তা'কে খবর দেবেন! ভোলা বেঁচে থাকতে অবিরার কোনো ভয় নেই!

ভোলা—মাসী মা, যদি শ্যালা হামিদা কিম্বা রামা কথনো এ পাড়ার ত্রিসীমাতেও এসেছে বলে শুনেন, আমাকে একটু খবর দেবেন, আমি তখন দুই হাতে শ্যালার মাথাটা এমনি করে আঁৎকে ছিড়ে' এনে রক্তমাখা জবা-ফুলের মত আপনার পায়ের উপর অঞ্জলি দেবো!

——:o:——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রতাপ রায়ের বৈঠকখানা।

ইয়ারগণ উপবিষ্ট।

১ম—গেজেট্ হয়ে গেছে, কল্‌কাতা থেকে কাল তার এসেছে!

২য়—কি হোল রে, কি হোল!

১ম—একেবারে রায় বাহাদুর, রায়-সাহেব না হয়েই রায়-বাহাদুর!

৩য়—বলিস্ কিরে? ধর্‌তেই একেবারে রায় বাহাদুর?

১ম—হাঁ গো হাঁ, একেবারে! উঃ! কত হাজার টাকা না তাতে খরচ হোল! আমিই তো নিজে হাজার চৌদ্দ টাকা কাঁধে করে করে জমিদার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে সহরে নিয়ে গেলাম! তার উপর ভোজ আছে, নিমন্ত্রণ আছে, সাহেবদের ক্লাবে চাঁদা আছে, আবার দু'একখানা স্কুলে টিস্কুলেও কিছু কিছু যে না দিয়েছেন তা' নয়! আরে রায়-বাহাদুর হওয়াটা কি সোজা কথা রে?

২য়—আরে আমরা শুনেছি হাজার চাল্লিশেক টাকা নাকি গত বছরে খরচ করে ফেলেছেন!

১ম—তা' হবে, তা হবে! এই ধর না, গতবার বড়দিনের ছুটীতে

কমিশনার সাহেবের বৌ—সহরে 'ফ্যান্সি ফেয়ার' নামে এক মেলা কর্‌লেন, সেখানে গিয়ে প্রতাপ বাবু একটী চন্দন কাঠের বাক্স কিনে দিয়ে এলেন মেম-সাহেবের হাতে এগার হাজার টাকা!

৩য়—আরে বলিস্ কিরে? বাজারে একটা চন্দনের বাক্স যে টাকা পনের ষোল দিয়ে পাওয়া যায়!

১ম—তারপর সাহেবদের ক্লাব্ তৈরী করাবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব চাঁদা চাইলেন, জমিদার-বাবু অকাতরে দিয়ে এলেন দশ হাজার টাকা!

৩য়—অথচ শিবতলার কালীবাড়ীখানি ভেঙ্গে চুড়ে গেল, ভট্টচায্যিরা এসে কত কেঁদেকেটে বল্লেন, তিনি একটী পয়সাও সাহায্য কর্‌লেন না!

সকলে—চুপ! চুপ! খবরদার! শুন্‌তে পাবে!

১ম—তার পর বুল্-সাহেবের মেম্ এসে ধর্‌লে যে তা'দের নাচ্‌বার জন্য পল্টনের কাছে ঘর তৈরী কর্‌তে হবে,—জমি চাই। আর তিনি অকাতরে বটতলির জমিখানা দান-পত্র করে ছেড়ে দিলেন! অথচ তার দাম হয়েছিল সাত হাজার টাকার উপর!

২য়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম সদুদ্দেশ্যে এবং লোক-হিতার্থে অর্থ-সাহায্যাদি না কর্‌লে কি আর একেবারে রায়-সাহেব না হয়েই রায়-বাহাদুর হতে পারেন?

৩য়—ওই আ'স্‌ছেন্, ওই আস্‌ছেন!

[প্রতাপরায়ের প্রবেশ]

সকলে—[উঠিয়া] 'জয়, রাজাবাহাদুরের জয়।'

প্রতাপ—[হাসিয়া] আরে না, না, রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুর।

১ম—আজ্ঞে আমরা 'রাজা-বাহাদুর' বলেই ডাক্‌বো! হুজুর দেশের রাজা, দশের রাজা, দুনিয়ার রাজা!

প্রতাপ—আচ্ছা আচ্ছা, সে তোমাদের যা' খুসি! দেখ জয়-রাম, আজ আমার ভারি আনন্দের দিন, তাই প্রাণ খুলে তোমাদের বল্‌ছি—

সকলে—আজ্ঞে হাঁ, আদেশ করুন্‌!

প্রতাপ দেখ, জমিদারের ছেলেগুলোর এক একজনের এক একটা নেশা থাকে, না?—কেউ মদ খায়, কেউ প্রজা-পীড়ন করে, কেউ শিকার কর্‌তে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে লোকজন মেরে আসে, কেউ আবার মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা নিয়ে টাকা উড়ায়!

২য়—আজ্ঞে হ্যাঁ,—ওসব ছোট লোকেমি, ওসব ছোট-লোকেমি—

প্রতাপ—হ্যাঁ, দেখ, আমি কিন্তু ওসব পছন্দ করি না; আমি শিকার ফিকারও কার না, দেশী মদ-টদ্‌ও ছুঁই না, তবে কি জান?—ঐ মেয়ে মানুষটা আমার বড্ড ভাল লাগে।

৩য়—আজ্ঞে সে তো রাজার চাল! সে তো মেয়ে-মানুষগুলির ভাগ্যি! আমাদের দেশের কত গরীবের মেয়েকে যে আপনি বড়লোক করে দিয়েছেন হুজুর, সে কথার গণণাই হয় না!

প্রতাপ—হাঁ, তাই তোমাদের বল্‌তে এলাম—সহর থেকে গিয়ে খুব ভাল ভাল কয়টা বাইজী দেখে-শুনে নিয়ে এস দিকি, আজ আনন্দের দিন, গেঁয়ে মেয়ে-মানুষগুলি দিয়ে আজ আর চল্‌বে না,—বেটারা না জানে গাইতে—না জানে নাচ্‌তে!

১ম—হুজুর! সে কথা কি আর বল্‌তে? যাচ্ছি! আমরা এখুনি যাচ্ছি! উঠ হরিরাম, উঠ শম্ভুনাথ, উঠ—[উঠিল]।

[ভিখারীগণের প্রবেশ ও গান]

ভিক্ষা দে মা রাণী মাগো—
ক্ষিধের জ্বালায় বুক বিদরে।

এসেছি মা দুয়ারে তোর—
ভিক্ষা নিতে উপায় করে ॥
নাই কো বাড়ী নাই-কো ভিটে,
নাই-কো ফসল শূন্য মাঠে ;
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল
বাণের জলে বাঙ্গালারে ॥

প্রতাপ—কে ? ওরা কে ?

২য়—আজ্ঞে ভিখিরী, ভিখ্ চাইতে এসেছে।

প্রতাপ—আমার বাড়ীতে কেন ?

ভিখিরীগণ—রাজাবাবু, আপনি গরীবের মা বাপ !

প্রতাপ—দূর্ করে দাও, দূর্ করে দাও !

ইয়ারগণ—দূর্ হ', দূর হ', বেটা-বেটীরা !

ভিখিরী—রাজাবাবু, আমরা দু'টী দিন কিছু খেতে পাই-নি, আমরা কাণা-অন্ধ—

১ম—আরে বেটা, কাণা যে—সে অন্ধ হ'তে পারে না, ও যায়গায় ব্যাকরণ-ভুল !

প্রতাপ—হনুমান্ সিং ? [নেপথ্যে "হুজুর ?"]

প্রতাপ—বন্দুক লে' আও, মারো !

ভিখিরীগণ—দোহাই বাবা ! মেরো না, মেরো না, পালাই—পালাই—
[পলায়ন]

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—এই যে, আমায় একখানা চাকরি দিতে পার ?

ইয়ারগণ—খবরদার বেটা পাজি ! 'আপনি' করে কথা ক'। মার্তো বেটাকে। [প্রহারোদ্যত]

প্রতাপ—এ বেটা আবার কে ?

ঢেঁকি—আজ্ঞে আমি ঢেঁকি !

১ম—আজ্ঞে ও বেটা গয়লাদের ছেলে নবীন, মাথা খারাপ হয়েছে, সকলে ঠাট্টা করে' ঢেঁকি বলে ডাকে !

প্রতাপ—তুই এখানে কি চা'স ?

ঢেঁকি—আজ্ঞে একখানা চাকরি। সকলে চাকরি করে দেখি, আমারও একটু চাকরি কর্‌তে সাধ হয়েছে বাবু !

প্রতাপ—[হাসিয়া] তুই কি কাজ জানিস্ ?

ঢেঁকি—আজ্ঞে সব কাজ জানি।

ইয়ারগণ—দূর্ বেটা।

প্রতাপ—ঘোড়ার ঘাস টাস্ কাট্‌তে পার্‌বি ?

ঢেঁকি—আজ্ঞে না—সেটা পার্‌বো না ! বাকী সব পার্‌বো !

প্রতাপ—চাষের কাজ জানিস্ ?

ঢেঁকি—আজ্ঞে না, সেটা জানিনা, বাকী সব জানি।

প্রতাপ—আরে দূর্ হতভাগা, তবে তুইই বল্ না কি কাজ জানিস্।

ঢেঁকি—আজ্ঞে গান কর্‌তে জানি, বাজাতে জানি, লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুর্‌তে জানি।

প্রতাপ—দেখি একটা গান কর্ তো !

ঢেঁকি—[কাসিয়া] বলি রে ও হরির মাসী—

আমি তোমায় ভাল বাসি—ই—ই—ই— ।

প্রতাপ—হয়েছেরে বাপু, থাম্ থাম্ ! তোকে রাখ্‌লে দেখ্‌ছি আমার আর বাই খেম্‌টার দরকার হবে না।

ঢেঁকি—আজ্ঞে না, তা হবে না ! আর বাজ্‌না শুন্‌বেন্ ?

প্রতাপ—দরকার নেই বাপু !

২য় ইয়ার—হুজুর এ বেটার একটা গুণ এই যে দেশের গাঁয়ের সকল খবর ওবেটার পেটের ভেতর থাকে। তাই ওর আর এক নাম হচ্ছে 'খবরের কাগজ!' এ বেটা যা'র তা'র বাড়ীতে ঘুরে, যেখানে সেখানে যায়, সকলের ঘরের খবর রাখে!

প্রতাপ—বটে, বটে? তা' হলে তো আমার খুবই দরকার!

[প্রথম ইয়ার্ জমিদারের কাণের উপর পড়িয়া কি কি বলিল]

হুঁ, সে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি. এর দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে! আচ্ছা, এখানে তোর চাকরি হোল রে ঢেঁকি!

ঢেঁকি—যে আজ্ঞে হুজুর. যে আজ্ঞে! [আনন্দের হাস্য]।

৩য়—হুজুর, এ বেটাকে জিজ্ঞেস করুন্ না, বোধ হয় সে আপনার যায়গা-জমিদারীরও খবর বল্‌তে পার্‌বে!

প্রতাপ—কি রে ঢেঁকি? বল্‌তে পারিস্? গাঁয়ের খবর কি?

ঢেঁকি—আজ্ঞে গাঁয়ে এখন বিশুই তো রাজা! হিঁদু. মোছলমান সকলেই তা'র কথায় উঠে আর বসে, তা'কেই তো 'রাজা' বলে।

প্রতাপ—এ বেটা কি বলে হে? বিশু কে হে?

২য়—আজ্ঞে দাশু কৈবর্ত্তের ছেলে বিশ্বনাথের কথা বল্‌ছে! সে গত বছর ইউনিভার্সিটীতে পয়লা হয়ে বি. এ, পাশ করলে কি না, তা'তে তা'র নাম বড্ড বেরিয়ে গেছে।

১ম—আর সে গরীব দুঃখীর জন্য দিনরাত খাটছে কিনা হুজুর, তাই সকলে তা'কে ভালবাসে। দরিদ্র প্রজাদের সেই তো মা-বাপ!

প্রতাপ—সত্যি না কি রে ঢেঁকি?

ঢেঁকি—হাঁ, হুজুর! পরশু দিন নদীর পারে বসে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। এ বছর আর কেউ আপনাকে খাজনা দেবে না।

প্রতাপ—[শিহরিয়া] সে কি কথা রে?

ঢেঁকি—হুজুর, এ বছর বাণের জলে দেশ-গ্রাম ধুয়ে' নিয়ে গেল, মাঠে ফসল হোল না, তাই বিশু প্রজাদের বলেছে আপনার কাছে এসে সকলে জোড় হাতে বিনয় করে বল্‌তে—যেন এ বছরের খাজনাটা মাপ করেন, তা' না হয় অন্ততঃ বাকী রাখেন, আগামীতে উশুল্‌ কর্‌বেন্‌!

প্রতাপ—আর যদি আমি তা' না করি?

ঢেঁকি—তবে কেউ খাজনা দেবে না, এক জোট হয়ে সকলে ধর্ম্মঘট কর্‌বে!

প্রতাপ—বটে? হনুমান সিং? হনুমান্‌?

[হনুমান সিংহের প্রবেশ]

প্রতাপ—শীগ্‌গির, যাও, দাশু কৈবর্ত্তের ছেলে বিশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এখানে নিয়ে এসো! যাও।

হনুমান্‌—যো হুকুম, হুজুর! [প্রস্থানোদ্যত]

সকলে—করেন্‌ কি, করেন কি হুজুর? ও কাজ কর্‌বেন না, সামান্য দারোয়ান্‌ গিয়ে তা'র গায়ে হাত দেবে? ফিরে আস্‌তে পার্‌বে না যে!

ঢেঁকি—হুজুর ভোলা বেটাকে তো দেখেন্‌ নি? বাপ্‌! সে পিঠের দাদ্‌ চুলকাতে গিয়ে একদিন ঠেলা মেরে একটা মস্তবড় তালগাছ ফেলে দিয়েছিল! সে বেটা বিশুর কাছে কাছে থাকে!

প্রতাপ—নাঃ! সামান্য একটা কৈবর্ত্তের ছেলে, আমার জমিদারিতে আমারি রায়ত্‌ হয়ে কি না আমার মাথায় উঠবে, এ অপমান আমি সইতে পার্‌বো না! হনুমান্‌ সিং? থানায় যাও, দারোগাকে গিয়ে বল যে আমি শীগ্‌গির ডেকেছি!

হনু—যো হুকুম, হুজুর! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাজারের এক পার্শ্ব।

পাদ্রি সাহেব দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিল।

পাদ্রি—কে কোঠায় আছে? শোন, যীশু বলিলেন—হামি পাপী টাপীগণের জন্যে প্রাণ বলি ডিবে! টোমরা ভয় করিবে না, এসো, এসো! [সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া গান করিল]—

টুমি হামি রাম শাম সকলে যীশুর সণ্টান,
পাপীটাপী-গণ কর টার ভজন
এসোহে সকলে করি টার গান।
হো হো গড্, হো হো গড্, কর কৃপা ডান্॥

[ঘোম্‌টাপরা তিনজন মেয়ে মানুষ ও একজন দরিদ্রকে লইয়া দীনুসর্দ্দারের প্রবেশ]

পাদ্রি—গুড্ মর্ণিং, ডীনু বাবু! এসো এসো!

দীনু—সেলাম্, সাহেব সেলাম্! অনেক কষ্ট করে আজ গোটা চারেক নিয়ে এলাম! এরা খ্রীষ্টান্ হবে!

পাদ্রি—[সানন্দে] গুড্! গুড্! এডের কে কোন্ জাট্ আছে!

দীনু—[প্রথমাকে দেখাইয়া] এটা হোল সাহেব, বাগদীর মেয়ে! এর স্বামী একে দেখ্‌তে পারে না, সে বেটা এক নাপতিনীকে নিয়ে থাকে। আর এদিকে এ বেটীও দেখে শুনে একটা তাঁতিকে পছন্দ করে নিয়েছিল আর কি! কিন্তু এদের সমাজ কর্‌লো কি জান? —মেয়েটাকে মেরে ধরে অপমান করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে কিন্তু তা'র সোয়ামীর কোনো শাস্তি কর্‌লে না! এরকম অবিচার দেখে মেয়েটা রাগ করে এসে বল্লে—'আমি খ্রীষ্টান্ হ'ব!'

পাদ্রি—গুড্! গুড্! টারপর?

দীনু—[দ্বিতীয়াকে দেখাইয়া] এটা হোল সাহেব, কুলীন বৈদ্যের মেয়ে! বাপ যতদিন বেঁচে ছিল এর বিয়ে দেবার জন্য দিনরাত পাত্র খুঁজে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু পণ দিতে পার্‌লে না, তাই বরও জুটল না। এখন এর বয়স সাতাশ বছর মাত্র! অবিবাহিতা! যেখানে সেখানে ঘুরে ফিরে থাকে, যা'র তার বাড়ীতে যায়,—তাই চরিত্রে কলঙ্ক রটেছে। এখন গাঁয়ের সব বামুন-বৈদ্যেরা জুটে একে পতিতা বলে ঘোষণা করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! মেয়েটা আর কোথায় আশ্রয় পায়! তাই ঠিক করেছে খ্রীষ্টান্ হয়ে যাবে!

পাদ্রি—গুড্! গুড়্! টারপর?

দীনু—[তৃতীয়াকে দেখাইয়া] আর এটা হোল বেনের মেয়ে! এর বিয়ে হোল সাত বছর বয়সে, আর বিধবা হোল নয় বছরে! বর্ত্ত-মানে এর বয়স উনিশ-কুড়ি হবে! এতদিন বাপের বাড়ীতে ছিল, কিন্তু লজ্জার কথা কি বল্‌বো সাহেব—এ বেটী এখন গর্ভিণী! এখন দেশের গাঁয়ের সকলে মিলে একে পরামর্শ দিয়েছে—নবদ্বীপ গিয়ে সন্তানটা সেখানে ছেড়ে আয়! কিন্তু আমি একে পরামর্শ দিয়েছি খ্রীষ্টান্ হয়ে গিয়ে আর একটা বিয়ে করে ঘর-সংসার কর্‌তে! সে তা'তেই রাজি!

পাদ্রি—গুড্, গুড্! টারপর, টারপর?

দীনু—[দরিদ্রকে দেখাইয়া] আর এ ব্যক্তি হো'ল কুলীন কায়স্থের ছেলে! এ একদিন সহর থেকে ফিরে আস্‌বার বেলা কলেরায় আক্রান্ত হয়, কিন্তু যে গ্রামটীতে সে রোগে কাতর হয়ে পড়ে সেখানে সমস্ত নমঃশূদ্রের বাস! এর দশা দেখে নমঃশূদ্রেরা একে তা'দের বাড়ীতে নিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে' ভাল করে দেয়! কিন্তু রোগের

সময় ঐ জলটা, পথ্যিটা, ওষুধটা একে নমঃশূদ্রের হাতেই খেতে হয়! এই হোল এর অপরাধ! এইজন্য এর জাতটা গেছে বলে সমাজ-পতিরা জুটে এর ধোপা-নাপিত বন্ধ করেছে, বাজারে এর কাছে কেউ মাল-পত্র বিক্রী করে না, আপদ্ বিপদে কেউ এর সাহায্য করে না! এ সমস্ত অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে এ ঠিক করেছে খ্রীষ্টান্ হবে!

পাদ্রি—গুড্, ভেরি গুড্! টারপর?

দীনু—না, তারপর আর নেই। এই মাসে আর বেশী পার্‌লেম্ না সাহেব! তোমরাও কমিশন্ টমিশন্ কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছ না, গায়েও আর ফূর্ত্তি হচ্ছে না!

পাদ্রি—আচ্ছা ডীনু বাবু, টুমি এডের বাঙ্গলায় লিয়ে যাও, টোমার কঠা হামি বড় সাহেব্‌কে বল্‌বে!

দীনু—আচ্ছা সাহেব! সেলাম! গরীবের প্রতি নজরটা রেখো! সেলাম্! চল, চল, বাঙ্‌লায় চল, কালই কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, [চারিজনকে লইয়া দীনুর প্রস্থান]

পাদ্রি—[পুনর্ব্বার ঘণ্টা বাজাইয়া গান ধরিল—'টুমি হামি ইত্যাদি]

[বাজারের ঝুড়ি লইয়া ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—[ঝুড়ি রাখিয়া। পাদ্রি বেটা? ফের তুমি আমাদের গাঁয়ে ঢুকেছ? আজ তোমায় খুন কর্‌বো!

[সাহেবকে গিয়া জড়াইয়া ধরিল।

[অপর দিক্ হইতে শিরোমণির প্রবেশ।]

শিরোমণি—করিস্ কি বাবা, করিস্ কি! ছাড়্, ছাড়্—[ভোলাকে ছাড়াইয়া লইল]। ছিঃ ভোলা! একি ভদ্রলোকের কাজ বাবা?

পাদ্রি—[কম্পমান দেহে] শূয়ার! টুমি হামিকে বার বার অপমান করে! হামি এবার ডেখাবে! টুমিকে ডেখাবে! [বেগে প্রস্থান]।

ভোলা—বলেন কি ঠাকুর মামা? ও বেটারা এসে নদীর ওপারে আড্ডা করেছে, আর হপ্তায় পাঁচ সাতটা করে' করে' লোক খ্রীষ্টান করে নিচ্ছে! হিন্দু-সমাজটাকে ও বেটারা উৎসন্ন করে দিলে যে!

শিরোমণি—বড় দুঃখের কথা বল্লি ভোলা! কিন্তু বল্‌তো বাবা, ওরা কি জোর করে কাউকে খ্রীষ্টান কর্‌ছে? তোদেরি সমাজ অবিচার অত্যাচার করে' যা'দের দেশ থেকে গ্রাম থেকে বা'র করে দিচ্ছে তা'দিগকেই এরা কুড়িয়ে নিয়ে মুক্ত-হৃদয়ে আদর করে নিজেদের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। বিরাট্ বিপুল হিন্দু-সমাজ মহাসাগরের মত উদার-বিস্তৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, সমুদ্রের ধারে ধারে যত সব কুমীর কচ্ছপেরা এক একটা গর্ত্ত খুঁড়ে' তারি মধ্যে কিছু কিছু জল টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্র! কত জাতি, কত ধর্ম্ম এ ভাবে হিন্দুসমাজের একটু একটু চুরি করে নিয়ে নিজেদের ধর্ম্ম ও জাতিকে পরিপুষ্ট কর্‌ছে! কিন্তু জানিস্ ভোলা, জোয়ারের উচ্ছ্বাসে পাশের গর্ত্ত-গুহাগুলির মধ্যে সমুদ্রের যে জলটী ঢুকে যায়, আবার ভাটার টানে তাহা আসলের উপর সুদ্ সুদ্ধ আদায় করে নিয়ে বেরিয়ে আসে!

ভোলা—বাজে কথা বল্‌ছেন মামা! যা'রা ধর্ম্মত্যাগ করে যাচ্ছে তা'রা কি আবার ফির্‌বে?

শিরোমণি—ফির্‌বে না? শতবার, সহস্রবার ফির্‌বে। হিন্দুধর্ম্মের যেখানে সঙ্কীর্ণতা, যেখানে সমাজের অন্যায় অত্যাচার ও নির্ম্মম অবিচার—সেখানেই ঐ অসহায় দুর্ব্বলগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! সেখানেই তো ঐ সব ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ও জাতিত্যাগ! দেখি তোরা মুক্ত-হৃদয়ে, নিঃসঙ্কোচে আবার তা'দের 'আয় আয়' বলে ডাক্

দেখি,—দেখ্‌বি ভোলা—সমুদ্র-তরঙ্গের মত অন্যান্য সকল সমাজ ভেঙ্গে চুড়ে দিয়ে তোদেরি হিন্দু-ভাই, তোদেরি জাতি-ভ্রষ্টা ভগ্নীগণ আবার তোদেরি দুয়ারে আনন্দ-হুঙ্কারে ফিরে ছুটে আস্‌বে! কিন্তু তার পূর্ব্বে, তোদের হিন্দুসমাজে তা'দিগকে আবার গ্রহণ কর্‌বার মত সম্পূর্ণ আয়োজন ও উদারতা চাই!

ভোলা—তার কোন উপায় আছে কি ঠাকুরমামা!

শিরোমণি—আছে! শুদ্ধি—শুদ্ধি—বেদমন্ত্রে এদের শুদ্ধি!

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

[বেগে দুইজন কেরাণীর প্রবেশ]

১ম কেরাণী—[ঘড়ি দেখিয়া] উঃ! নয়টা বেজে তের মিনিট!

২য়—বল কি মুখুয্যে? বাড়ী থেকে বের্ হলাম সাড়ে আট্‌টায়,—এরি মধ্যে নয়টা বেজে গেল? এখনো তিন ক্রোশপথ বাকী।

১ম—না না, আরও বেগে চলতে হবে চাটুয্যে! দেখ্‌লে না? কাল সাড়ে দশটার উপর দু'টি মিনিট্ লেট্ হলাম বলে সাহেব বাপের নাম ধরে গাল দিলে!

২য়—কাল আমিও লেট্ হয়ে গেছি ভাই, আজও লেট্ হ'লে সাহেব ঠিক মার্‌বে! চল, বেগে চল!

১ম—[পেট চাপিয়া ধরিয়া] উঃ! চাটুর্য্যে! গেলাম, গেলাম! পেটে খিল ধরে গেল যে! আধপেটা খেয়েও রক্ষা নেই বাবা! তবু দৌড়ে ছুট্‌তে পারি না! কি গোলামী, কি গোলামী!

২য়—সর্ব্বনাশ! একটু জিরুয়ে নাও, বো'স!

১ম—তা'কি হয় চাটুয্যে? মরে মরে হলেও যেতে হবে! চল—

[পশ্চাৎ হইতে মার্কা-মারা ছাতি-ওয়ালা এক বীমার এজেণ্ট্ আসিয়া ১মকে ধরিল]

এজেণ্ট—[মুখুয্যের চাদর ধরিয়া] এই যে মশায়, এই যে মশায়! অনেকদিন ধরে খুঁজে খুঁজে আজ তবু যা'হোক ধর্‌তে পেরেছি আপনাকে!

২য়—ওরে বাবা! বীমার এজেণ্টস্! পালাই বাবা, পালাই! [প্রস্থান।

এজেণ্ট্—মশায়, এবার আর ছাড়্‌ছি নে। আপনার জীবন-বীমাটা কর্‌তেই হবে!

১ম—[সক্রোধে] ছাড়ুন্ মশায়, আমি জীবন-বীমা কর্‌বো না, ছাড়ুন্।

এজেণ্ট—বেশ! জীবন-বীমা না করুন্ বিবাহ-বীমা করুন্! একটা কিছু করতেই হবে!

১ম—আমার মশায় চৌদ্দপুরুষেও আর কারু বিয়ে হবার নেই!

এজেণ্ট—আচ্ছা, চৌদ্দপুরুষের পরেও যদি কারু বিয়ে টিয়ে হয়—

১ম—[সক্রোধে] ছাড়ুন্ মশায়, আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে! নইলে—

এজেণ্ট—আচ্ছা, তা'হলে অন্ততঃ ঘর-দোর্ একটা কিছু বীমা করে রাখুন, আগুনে পোড়ালে টাকা পাবেন!

১ম—আরে দূর শ্যালা, হাত ছাড়, আমার চাকরী যায়—।

[অন্য দিক্ হইতে 'ব্যাজ'পরা দীনুসর্দ্দারের প্রবেশ]

দীনু—এই যে মুখুয্যে দা, অনেক দিন খুঁজে খুঁজে তবে আজ তোমাকে পেলাম। দাও তো তোমার ভোটটা; কাগজ কলম দিচ্ছি, সই কর।

১ম—তুমি আবার কোন্ আপদ নিয়ে এলে ?

দীনু—আপদ্ নয় মুখুয্যে দা, মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের ভোট। শম্ভু-পাঠকের জন্য তোমাকে ভোট দিতেই হবে দাদা, দেখ্ছো না আমি স্বয়ং তা'র এজেন্সি নিয়েছি ? [অন্য হস্ত ধারণ]।

১ম—বলি তোরা কি আজ আমাকে খুন কর্‌তে চা'স্ ?

এজেণ্ট্—খুন্ নয়, জীবন বীমা !

দীনু—আরে—ভোট—ভোট্ ! মিউনিসিপাল ভোট্ !

এজেণ্ট—বীমা !

দীনু—ভোট্ ! [দুই হাতে ধরিয়া দুইজন টানিতে লাগিল]।

১ম—হারে ! শালারা মেরে ফেল্লে, আমাকে মেরে ফেল্লে, অ চাটুয্যে ?—

[দ্বিতীয় কেরাণী প্রবেশ করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল]

২য়—ছাড়্—ছাড়্ বেটারা ! গেল যে আমাদের চাকরিটা ! গেল যে—

এজেণ্ট ও দীনু—বীমা—ভোট্—বীমা—ভোট—বীমা—

[কেরাণীদ্বয়ের প্রস্থান ।

এজেণ্ট—[দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] হাঃ ! হোল না, বেরিয়ে গেল !

দীনু—তোমারি জন্য আমার হোল না !

এজেণ্ট—[চাহিয়া] আরে ! দীনু খুড়ো দেখ্‌ছি !

দীনু—তাইতো ! নতুন দা দেখ্‌ছি যে !

এজেণ্ট—এস ভাই এস ! তুমি আবার পাদ্রির চাকুরি ছেড়ে এ ব্যবসাটা অবলম্বন কর্‌লে নাকি ?

দীনু—আরে দাদা, বোঝ না ? যেদিন যেটাতে দু'পয়সা হো'ল ! ঘাড়ের উপর, জান তো, মস্ত বড় একটা সংসার !

এজেণ্ট—আচ্ছা ভাই, তোমার আর কোন্ কোন্ ব্যবসা চল্‌ছে সম্প্রতি ?

দীনু—আরে নতুন দা, সে কথা আর বল্‌তে! এই ধর—পাদ্রি সাহেবের আড়কাটি-গিরি, বিয়ের ঘটকালি, বড় লোকের মোসায়েবী, পাটের দালালি, সখের যাত্রার ঠিকাদারি, মিউনি-সিলির ভোটুগিরি, আদালতে টর্ণিগিরি, তার উপর তোমার ধর না, এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, মেয়ে মানুষের দালালি করা—তেমন, তেমন,—আরো কত কত আছে নতুন দা !

[জনৈক চাষাকে টানিয়া লইয়া কাবুলিয়ালার প্রবেশ]

দীনু—এ কিরে ? কি হয়েছে রে কেষ্টা ? খাঁসাহেব এত চটিতং কেন ?

কাবুলিয়ালা—এখনো বল্‌ছি, রুঁপায়া দাঁও, নঁইলে ঘাঁড় ভাঁঙবো !

চাষা—দেখ্‌ছো দীনু দা, বেটার কাছ থেকে ফি টাকায় মাসে তিন আনা সুদে পাঁচটী টাকা টিপ-সই দিয়ে নিয়েছিলাম, এতদিন কোনো মতে সুদটা চালিয়ে এসেছি, এ মাসটায় দিতে পারিনি বলে আমায় বেটা মারছে !

কাবুলি—ফেঁর্ বিঁটা বিঁটা কঁরো ? দাঁও রুঁপায়া ! দাঁও—

এজেণ্ট—এ বেটারা এসে আমাদের দেশটাকে উজার করলে দীনু দা, গরীব দুঃখীদের সর্ব্বনাশটা করলে! সুদের কথা শুনলে ? উঃ !

দীনু—আরে বাঙ্গালা-দেশে এমন ঢের ঢের শেয়াল কুকুর বাহির থেকে এসে বাঙ্গালীর পাত্ চাট্‌ছে! এখানে লোটা-কম্বল মাত্র সম্বল করে এসে এক একজন লক্ষপতি হয়ে যাচ্ছে, অথচ তুমি বাঙ্গালী যদি তাদের দেশে যাও, সে-দেশের আইন্ ও সমাজ তোমাকে দূর্ দূর্

...তাড়িয়ে দেবে। তবু রে দাদা, আমাদের বাঙ্‌লা এখনো সোণার বাঙ্‌লা!

[হঠাৎ কাবুলিয়ালার হাত ছাড়াইয়া চাষার পলায়ন]

কাবলি—বঁটে রে শ্যালা! দাঁড়া, দাঁড়া—[প্রস্থানোদ্যোগ]

এজেণ্ট—আরে খাঁ-সাহেব, চল্লে নাকি? [লাঠী ধরিয়া] তুমি জীবন বীমা টীমা করবে না? বহুত্ টাকা পাওয়া যাবে। বিস্তর টাকা!

দীনু—আরে না, না! এস খাঁ-সাহেব, দাও শ্যালা চাষার নামে এক নম্বর লাগিয়ে! নালিশ্ কর, ফৌজ্‌দারি-আদালত দুই কর, আমি সাহায্য করবো! এস, এস—

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আবিরার পিতৃগৃহের বহির্ভাগ।

মধ্যরাত্রি। একদল গুণ্ডা প্রবেশ করিল।

১ম—ওই, ওই বাড়ী!

২য়—ভাঙ্, দরজা ভাঙ্! দে লোহার শলা চালিয়ে!

৩য়—বেশী চেঁচামেচি করিস্‌নে! পাড়ার লোকজন জেগে উঠ্‌বে! ভোলা শ্যালার বাড়ী ওইটা! শ্যালা ভারি জোয়ান্!

৪র্থ—চল্ না, ভোলা বেটার ঘরেও আগুন দিয়ে পালাই!

১ম—খবরদার! খুন্ করে ফেল্‌বে! সে শ্যালার ছায়াও মারাস্ নে!

[লোহার শলা চালাইয়া সদর-দরজা খুলিয়া
ভিতরে প্রবেশ]

বাটীর মধ্যে মেয়েদের আর্ত্তনাদ।
আবিরার মুখ চাপিয়া ধরিয়া লইয়া গুণ্ডাগণের
বাহিরাগমন ও পলায়ন।

আবিরার মাতা—[বাহির হইয়া] ও বাবারে! কে কোথায় আছিস্ রে! আয়রে বাবা আয়, নিয়ে গেল—নিয়ে গেল [মূর্চ্ছা]

[বিপরীত দিক্ হইতে রমেশ ও হরির প্রবেশ]

রমেশ—কি রে? কি হয়েছে?

হরি—আবিরাকে নিয়ে পালিয়েছে!

রমেশ—শ্যালারা কোন্ দিকে গেল? কোন্ দিকে?

হরি—ওই নদীর পারে জঙ্গলের দিকে!

রমেশ—অচ্ছা তুই এখানে দাঁড়া. আমি লোকজন ডেকে নিয়ে আসি, ভোলাকে খবর দিই। [বেগে প্রস্থান।

হরি—উঃ! এ যে আবিরার মাতা! [শুশ্রূষা করিয়া জাগাইল]

আবিরার মাতা—কে? কোথায় আমার আবিরা? কোথায় গেল? ওরে বাবারে, কে কোথায় আছিস্? আয়, ছুটে আয়—

হরি—আমরা যাচ্ছি মাসী-মা, আপনি ঘরের ভিতরে যান, আসুন্,—
[তাঁহাকে বাটীর মধ্যে ঠেলিয়া দিল]

[তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—নদীর দিকে পালিয়েছে?

হরি—হ্যাঁ, ওদিকে! ওদিকে!

ভোলা—উঃ! ভারি অন্ধকার! তবু আমি একবার দেখে আস্‌ছি।

তোরা সব লোকজন ডাক্ ! সবাইকে বল্—দা', খন্তা, লাঠী, মশাল, ছুরি, বল্লম—যা'র বাড়ীতে যা' থাকে—হাতে নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে ! বিপদ্ বিপদ্ ! এ সময় ভুলে যা'ক্ সবে জাত-কুলের পার্থক্য,—ভুলে যাক্ হিংসা-দ্বেষ,—গেল, হিন্দুর মান ইজ্জত্ সব গেল ! 　　　　[ভোলার প্রস্থান।

[রমেশের সহিত অস্ত্রধারী গ্রাম্যগণের
প্রবেশ ও গান]

[গান]

জেগে উঠ্ ওরে পল্লীবাসি,
　　　জ্বালা'রে জ্বালারে আগুণ জ্বালা।
ডুবিল সম্মান, গেলরে ইজ্জত্
　　　দস্যু হরিছে হিন্দুর বালা ॥
　　জাতির প্রভেদ হিংসা-দ্বেষ ভুলি
　　ভ্রাতায় ভ্রাতায় দে'রে কোলাকুলি,
ঐক্য-বন্ধনে পল্লী-ভবনে পরাণে পরাণ করুক্ খেলা ॥
　　হয়ে যদি নর নারীর সম্মান
　　নারিস্ রাখিতে ত্যজ রে পরাণ,
বধিয়া অরাতি রক্ত-নদীতে সমর-চণ্ডীর দেখা রে লীলা ॥
　　　　জেগে উঠ্ ওরে পল্লীবাসী—ইত্যাদি।

[রক্তাক্ত ছিন্ন হস্ত লইয়া ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—উঃ ! পারলেম না ! ভীষণ অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল ! পেছনে দুই শ্যালাকে দেখ্‌তে পেয়ে এক শ্যালার হাতখানি ছিড়ে নিয়ে এলাম্, আর এক বেটাকে ধর্‌তে পর্‌লেম্ না ! জঙ্গলের

মধ্যে আবিরার আর্ত্তনাদ শোনা গিয়াছে, আয় তোরা আয়,—এক টিন্ কেরোসিন্, আর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছুটে আয়! সারা জঙ্গলে আগুন জেলে দেবো' আর নদীর ধারে গিয়ে আমরা দাঁড়াবো,—যতক্ষণ না শালারা আবিরাকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত খুন কর্! হিন্দু হোক্ আর মুসলমান্ হোক্,—মুখের দিকে চাইবি না, আগুণ জেলে দে,—হত্যা কর্, খুন কর্! দস্যুরা বুঝুক্ যে হিন্দুও মানুষ! পল্লীতেও প্রাণ আছে, শক্তি আছে! আয়! আয় ভাই ছুটে আয়!

[বেগে প্রস্থান।

সকলে—জয় মা কালী! জয় মা কালী! হৈ—হৈ—হৈ!

[ভোলাকে অনুসরণ]
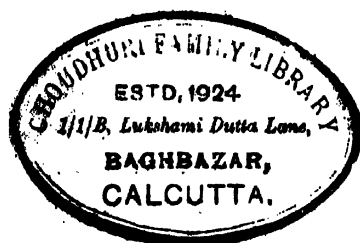
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আবিরার পিতৃগৃহ।

আবিরার পিতা, মাতা ও আবিরা।

পিতা—বের্ হ' বাড়ী থেকে, বল্‌ছি বের্ হ! [আবিরার ক্রন্দন]

মাতা—[স্বামীর হাত ধরিয়া] ওগো, তুমি অত নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি, মেয়েটা কাল সারাদিন এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি!

পিতা—[হাত ছাড়াইয়া] চুপ্ কর তুমি! জানো? ওর জাত গেছে, ওর ইজ্জত্ গেছে! হতভাগিনী পোড়ারমুখী কোন্ লজ্জায় আবার আমার ঘরে ফিরে এল? ওদেরি জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, এখনো একটী মেয়ে আমার মাথার উপর ঝুল্‌ছেন,—আমায় কি এবার এরি জন্য একঘরে পতিত হতে বল? তোমার পাঁচটী মেয়ে ছিল, এখন থেকে মনে করো যে পরশু রাত্রে তোমার একটী মেয়ের মরণ হোল!

মাতা—ওগো, তুমি একবার গিয়ে তর্কচূড়ামণি ঠাকুর আর নবীন রায়কে বুঝিয়ে বল না যে আমার মেয়েটীর কোনো দোষ নেই! সে তো ইচ্ছা করে কুলের বা'র হয় নি, ঘুমিয়েছিল, গুণ্ডারা এসে জোর্ করে নিয়ে গেল, কেন তবে তা'র উপর এতটা নির্য্যাতন?

পিতা—আরে সে কথা কি আর সমাজ বুঝ্‌বে? তা'রা কি আর কুল-ত্যাগের হেতু কি বিচার কর্‌বে?—তা'রা বুঝে জাত্‌টী,

ইজ্জত্‌টা! যে কোনো প্রকারে হউক আবিরা যখন সেটা হারিয়েছে তখনই মরেছে; সে এখন ভ্রষ্টা—জতিচ্যুতা। আমি আর এক দণ্ডও তা'কে বাড়ীর মধ্যে স্থান দিতে পারি না! বেরু হ' বল্‌ছি, দেরী করিস্‌ নে! [প্রহারোদ্যত]

মাতা—[নতজানু হইয়া] ওগো অমন করো না, তুমি মেয়েটাকে, তোমার পায়ে পড়্‌ছি। দু'টী দিন মেয়েটা কেঁদে কেঁদেই তো রয়েছে, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্তও মুখে দেয় নি, তা'র উপর তুমি দিন রাত তা'কে মারধর্‌ কর্‌ছো! যদি বা'র করে দিতেই হয় তবে দাও, আমাকে সুদ্ধ নিয়ে তার সঙ্গে কাঁশীতে রেখে এস! আর কপালে যা' থাকে, মা-মেয়ে দুইজনে দুঃখু-ধান্দা করে সেখানে খা'বো! [ক্রন্দন]

পিতা—আ—হাঃ! আমার অতটা গরজ! দু'জনাকে নিয়ে কাঁশীতে রেখে আস্‌বো! টাকাটা তোমার বাপের বাড়ীথেকে আস্‌বে কি না! দূর্‌ হ' স্বামী-খাকী পোড়ারমুখী! যা', নদীর ওপারে খ্রীষ্টান্‌ পাদ্রিরা আছে যা', সেখানে গিয়ে খ্রীষ্টান্‌ ক্রীষ্টান্‌ হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যা'! আর এক দণ্ডও আমার বাড়ীতে দাঁড়া'স নে, যা' দূর্‌ দূর্‌! [আবিরার কেশাকর্ষণ]।

মাতা—ওই দেখ আবার মার্‌ছে, মেরে ফেল, একেবারে শেষ করে দাও, একেবারে শেষ করে দাও!

[বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ্ব—ওকি? ওকি করেন পিসে মশায়? ছাড়ুন্‌ ছাড়ুন্‌—

[জোর্‌ করিয়া আবিরাকে ছাড়াইয়া লইল]

মাতা—বাবা, বাবা, বাঁচাও, আবিরাকে বাঁচাও!

আবিরা—[সরোদনে] দাদা,—আর সহ্য হয় না, আমায় বিষ এনে দাও। আমায় খুন করো!

পিতা—বটে? বটে রে বেটা কৈবর্ত্তের ছেলে? তোর এতটা সাহস? আমার কাছ থেকে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নিস্?

বিশ্ব—ক্ষমা করুণ, পিসে মশায়—

পিতা—[সক্রোধে] ফের 'পিসে মশায়'? বেটাচ্ছেলে ইষ্টেলা পাতা'তে এসেছেন, আমার বাপের সঙ্গে তোর বাপের কোন্ চৌদ্দপুরুষে সম্বন্ধ ছিল রে বেঠা পাজি? বেটা ছোট জাত? বল্‌ছেন্—'পিসে মশায়!'

বিশ্ব—উঃ! আর না! ভুল হয়ে গেছে রায় মশায়, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই!

পিতা—ছাড়্ তবে, আবিরার হাত ছাড়্।

বিশ্ব—অসম্ভব! হ্যাঁ, যদি আবিরা যেতে চায়, আমি এখুনি ছাড়্‌ছি। কিন্তু আমার সম্মুখে তার উপর আর কোনরূপ্ নির্য্যাতন কর্‌তে পার্‌বেন না।

আবিরা—[বিশ্বকে জড়াইয়া ধরিয়া] না দাদা, না! আমায় তুমি পরিত্যাগ করো না! আর কেউ নেই, দেখছো না দাদা, সংসারে আমার আর কেউ নেই—[ক্রন্দন]।

বিশ্ব—বলিস্ কিরে পাগলী? আমি এখনো বেঁচে রয়েছি, তোর দাদা বেঁচে থাক্‌তে তোর এত ভয় কিসের? আমার বুক্ থেকে তোকে যম এসেও ছিনিয়ে নিতে পার্‌বে না, বোন! চল্, তুই আমার বাড়ীতে থাক্‌বি!

পিতা—বটে রে বেটা পাজি? আমার মেয়ে গিয়ে তোর বাড়ীতে থাক্‌বে? এ গাঁয়ের মধ্যে থেকে আমার মুখে চুণ-কালি দেবে?

ছাড়্, এখনো বল্‌ছি ছাড়্! তুই অস্পৃশ্য, আমি তো'কে ছোঁ'ব না! ছাড়্ আমার মেয়েকে।

বিশ্ব—রায়-মশায়? আপনি গুরুজন, আপনি আমায় অপরাধী কর্‌বেন না!

পিতা—বটে রে বেটা পাজি, তবে দাঁড়া, [নিকটস্থ একটী যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল]! খুন করে ফেল্‌বো।

আবিরা—দাদা, দাদা—; [বিশ্বনাথ বাম হাতে ছড়ি গাছা ধরিল]।

বিশ্ব—সাবধান বৃদ্ধ! [যষ্টি দূরে ফেলাইয়া দিয়া] তুমি আবিরার পিতা, নইলে আমি তোমায় উচিত শিক্ষা দিতাম! আয়, আবিরা, চলে আয়্। [বিশ্বনাথ ও আবিরার প্রস্থান।

মাতা—জয় মা কালী! মা কালী আছেন, মা কালী আছেন!

পিতা—দাঁড়া তো তুই শ্যালী! [যষ্টি কুড়াইয়া লইল]।

মাতা—হুঁ। তা' খুব পার্‌বে। আহাম্মকের যত বীরত্ব ঘরে এসে বৌএর উপর কিনা! [গৃহমধ্যে প্রবেশ]

[দীনু সর্দ্দারের প্রবেশ]

দীনু—গিরীশ দা, এ অপমান কিন্তু সহ্য কর্‌বার নয়! সামান্য কৈবর্ত্তের ছেলে কিনা বাড়ীতে এসে অপমান করে গেল!

পিতা—হ্যাঁ! দেখলে দীনু, দেখ্‌লে বেটার সাহস?

দীনু—তা' আর দেখ্‌লাম না গিরি দা'? আমি তো তা'র পেছনে পেছনেই এসে ঐ কাঁঠাল-তলায় দাঁড়িয়েছি!

পিতা—আচ্ছা দেখ্‌লে তোমরা, বেটা কৈবর্ত্তের ছেলের সাহসটা?

দীনু—যেমন অপমান করেছে, তা'র প্রতিশোধ নাও!

পিতা—কি প্রতিশোধ? হ্যাঁ, নিতেই হবে তা'র প্রতিশোধ!

দীনু—হ্যাঁ, এই তো ক্ষত্রিয়ের মত কথা! চল, এখুনি গিয়ে থানায়

ডায়েরী করে' কোর্টে গিয়ে নালিশ করে দাও যে—তোমাকে বাড়ীতে এসে মার্‌ধর করে' তোমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে! সাক্ষী-টাক্ষীর অভাব হবে না, আমি তো আছিই! বেটার কম পক্ষে সাতটী বছর জেল্ হয়ে যাবে!

পিতা—এ্যাঁ! বল কি? মাম্‌লা? সে কি ভালো হবে দীনু? মাম্‌লা! অনেক টাকা-পয়সা খরচ ভাই! আমার অবস্থাটা তো জান।

দীনু—আরে কত টাকা আর খরচ হবে? বড় জোর্ দু'শ' টাকা।

পিতা—বাপ্! অত টাকা পা'বো কোথায় দীনু? না, ছেড়ে দাও।

দীনু—আরে, টাকার যোগাড় আমিই করে দেবো, গিরি দা! বাজারে কাবুলিয়ালারা রয়েছে, তা'দের কাছ থেকে যত টাকা চাও আমি নিয়ে দিচ্ছি! দশজনের কাছথেকে তোমাকে দু'পয়সা কম সুদে নিয়ে দেবো! তবু, তোমরা ভদ্রবংশের ছেলে, আমি বলি—ঐ বেটা ছোট লোকের অপমান-টা সইও না! উঃ! আমারি কেমন লাগ্‌ছে!

পিতা—না, না, ভাই! তার উপর আফিস্ রয়েছে জান তো! কত দিন কোর্টে কোর্টে ঘুর্‌তে হবে!

দীনু—আরে গিরি দা, দু'একমাসের ছুটীই নিলে! তবু অপমানটা—

[ঝাঁটা হাতে করিয়া আবিরার মাতার পুনরাগমন ও দীনুর পৃষ্ঠে আঘাত]

মাতা—দূর্ হ', বেটা পাজি দূর্ হ'! সর্ব্বনেশে, দূর্ হ' [প্রহার]।

দীনু—উরে বাবা! উরে! দোহাই মা কালী! [পলায়ন]।

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিব-মন্দির।

তর্কচূড়ামণি দ্বারদেশে বসিয়া পয়সা গণিতেছিলেন।

[ফুল ও বিল্বপত্রাদি লইয়া মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী—ঠাকুরদা,' পেন্নাম, পেন্নাম! তুমি যে ঠাকুর দা' বুড়ো হয়েও হ'চ্ছ না, উঃ চুলে আবার কলপ লাগিয়েছ! কেমন আছ?

তর্ক—কে রে, মালিনী? আয় আয় নাত্‌নি, তবু আজ চোখ জুড়ালো। আজকাল যে আর ছায়াটী মাড়াস্‌ নে!

মালিনী—কি করে মাড়াই ঠাকুর দা? তোমার গিন্নী যে সাক্ষাৎ রণকালী, দেখ্‌লেই বলে দূর্‌ দূর্‌! নইলে দুঃখে কষ্টে যে তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি ঠাকুর দা, তা'কি আমি ভুলে যাই?

তর্ক—তুই বাড়ীতে যা'স্‌ কেন? এখানে তো আমি রোজই আসি। এখানে আস্‌তে পারিস্‌ নে? ঠাকুর-দর্শনও হবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও হবে!—

মালিনী—বড় ভয় করে ঠাকুর দা, কে কি বল্‌বে আবার, এম্‌নিই তো সকলে দেখ্‌লে দূর্‌ দূর্‌ করে! ইস, আজ যে অনেক পয়সা পেয়ে গিয়েছ দেখ্‌ছি! থালা যে ভরে গেছে!

তর্ক—তা' পাবো' না? আজ তিথিটা যে খুব ভাল, তার উপর পেয়েছে সূর্য্য-গ্রহণ! অনেক লোক দর্শনে আসছে যে! তুইও কি দর্শন-টর্শন কর্‌বি নাকি? যা' তবে, যা' ঢুকে পড়। আবার ভিড় হবে!

[মালিনী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

[বৃদ্ধ পিতার হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের প্রবেশ]

পিতা ও পুত্র—প্রণাম, প্রণাম বাবা-ঠাকুর !

তর্ক—এদিকে আর এসো না। দাও, দূর্ থেকে প্রণামীর পয়সাটা ফেলে দাও।

বৃদ্ধ—বাবা ঠাকুর ! আজ বড় ভাল দিন, তাই একবার ঠাকুর-দর্শনের কামনা করি !

তর্ক—কি ? ঠাকুর দর্শন ? মন্দিরের ভিতর গিয়ে ? তা' হবে না, দূর থেকে দর্শন করে চলে যাও !

[মালিনী মন্দির হইতে বাহির হইল]

মালিনী—ঠাকুর দা, পেন্নাম, তবে আজ আসি, শেষ-বেলার দিকে একবার এসে দেখা কর্‌বো। [প্রস্থান]।

বিশ্ব—পণ্ডিত মশায়, আমি না হয় এখান থেকেই ঠাকুর প্রণাম কর্‌বো, কিন্তু বাবা বড় আশা করে এসেছেন যে ঠাকুরের পায়ে একটী অঞ্জলি দেবেন ! দেখছেন না ? বৃদ্ধ বয়স, চল্‌তে পারেন না, তবু আমার হাত ধরে এসেছেন ! তাঁকে নিরাশ কর্‌বেন না !

তর্ক—চুপ কর্‌! তোদের কি মস্তক বিকৃত হয়েছে রে পাষণ্ড ! তোদের চৌদ্দপুরুষে কখনো কোন কৈবর্ত্ত এসে এ মন্দিরের ছায়াটী মাড়াতে পেরেছ যে তোরা আজ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে শিব-লিঙ্গ স্পর্শ কর্‌বি ? দেখ তো কি আস্পর্দ্ধা !

বিশ্ব—ঐ দুশ্চরিত্রা বেশ্যা মালিনী হতেও কি নিষ্ঠাবান্ একজন বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত হেয় ?

তর্ক—হেয় নহে ? শতগুণে, সহস্র-গুণে হেয় ! মালিনী বেশ্যা হলেও

উচ্চবর্ণে জন্মেছে,—জানিস্? তা'র পিতা কায়স্থ মাতা ব্রাহ্মণী! আর তো'রা?—অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য—আজন্ম নর-দাস!

বিশ্ব—[উত্তেজিত হইয়া] ব্রাহ্মণ! মুখ সামালে কথা কও!

পিতা—[বিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া] চুপ! বাবা চুপ! ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণকে—বড় কথা কইতে নেই, চোখ রাঙ্গাতে নেই! অভিশাপ দেবে,—অভিশাপ দেবে! চল্ বাবা চল্! কাজ নেই ঠাকুর-দর্শনে! চল্—চল্—

[বিশ্বনাথ অভিমানে অশ্রুপাত করিতে লাগিল, পিতা তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন]।

[শিরোমণির প্রবেশ]

শিরোমণি—এ কি বাবা? চোখে জল কেন? কি হয়েছে?

বিশ্ব—মামা, বড় আশা করে ফিরে যেতে হচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে ঠাকুর দর্শন করা'তে পারলেম্ না! অথচ বেশ্যা মালিনী দর্শন করে' মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল!

শিরোমণি—কেন পারবে না? বাধা কিসের? কে বারণ কচ্ছে?

তর্ক—আমি বাধা দিচ্ছি! আমি, এ মন্দিরের অধিকারী!

শিরো—দেবতার মন্দিরে কোন অধিকারীর রক্তচক্ষুঃ আর সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম সইবে না চূড়ামণি! দেবতার প্রাঙ্গণে জাতিভেদ নেই, বর্ণ-বিচার নেই! যে ভগবান্ তুমি তর্ক-চূড়ামণিকে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন তিনি আবার সেই হস্তে একজন চাঁড়ালকেও সৃজন করেছেন! তিনি ছোট-বড় সকলেরি সাধের ভগবান্! তাঁর সাম্‌নে কা'রু জন্মগত বা বর্ণগত পার্থক্য চল্‌বে না!

তর্ক—চল্‌বে, শতবার চল্‌বে শিরোমণি! যে প্রথা অনাদি-কাল ধরে চলে আস্‌ছে, তুমি তাহা ভঙ্গ কর্‌তে পার না!

শিরো—আমি পারি চূড়ামণি, আমি তা' পারি! আমিও ব্রাহ্মণ, দেবতার মন্দিরে তোমার মত আমারও তুল্য অধিকার! পথ ছাড় বল্‌ছি,—এই কৈবর্ত্ত আজ জগৎ-পিতার ছায়া স্পর্শ কর্‌বে!

তর্ক—খবরদার! [দাঁড়াইয়া কোমরে চাদর জড়াইলেন]।

শিরো—[হাসিয়া] বৃদ্ধ! জান?—এই ব্রাহ্মণ সাত বছর হিমালয়ের পাথর ভেঙ্গে এসেছে! তুমি ঐ কয়খানা হাড় নিয়ে তা'র পথে দাঁড়াও? নেমে যাও, দূর হও। [টিকিতে ধরিয়া নামাইয়া দিল]।

তর্ক—আচ্ছা! আচ্ছা! এ অপমানের প্রতি-শোধ আমি তোমায় দেবো! [সক্রোধে প্রস্থান]।

শিরো—এস বাবা! স্বচ্ছন্দে পিতাকে ঠাকুর-দর্শন করাও!

তৃতীয় দৃশ্য।

বিশ্বনাথের গৃহ।

[রমেশ ও হরির প্রবেশ]

রমেশ—বিশু দা, বিশুদা? [নেপথ্যে—"বাড়ীতে নেই।"]

হরি—বাড়ীতে নেই? মুস্কিল হোল যে! কি করি তা' হলে?

রমেশ—চল্ কালী-বাড়ীতে গিয়ে দেখি! বোধহয় সেবাশ্রমে গেছেন

হরি—আমি সেবাশ্রম ঘুরে এলাম যে, সেখানেও তিনি যা'ন্ নি।

রমেশ—তা' হলে বোধ হয় নদীর পারে খামারের দিকে গেছেন, চল্ সেখানে খুঁজে দেখি।

হরি—আচ্ছা ডেকে দেখিনা কখন আস্‌বেন কিছু বলে গেছেন কি না! ভিতরে কে আছেন শুন্‌ছেন? বিশুদা কখন আস্‌বেন কিছু,—

[শ্রান্তভাবে এক-বস্ত্রে বিশ্বনাথের প্রবেশ]

রমেণ—এই যে বিশু দা, কি বিশুদা, তোমার মুখ শুকিয়েছে কেন ?

বিশ্ব—তো'রা কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছিস্ ? আবিরা কোথায় ? আবিরা —আবিরা ?

[আবিরার প্রবেশ]

আবিরা—কি দাদা ? তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে ? অমন ভাবে আস্‌ছো কেন ? জামা-চাদর কোথায় ?

বিশ্ব—জামা-চাদর পুকুরঘাটে ! যা তুই একখানা মাদুর নিয়ে আয় তো !

[আবিরার প্রস্থান ।

হরি—বিশুদা, ব্যাপারখানা কি ? কোথেকে আস্‌ছো ?

বিশ্ব—আরে ভাই, কাল বাজার থেকে আস্‌বার পথে খবর পেলাম মোল্লা-পাড়ার আবদুলের বসন্ত হয়েছে !

[আবিরা তাড়াতাড়ি মাদুর ও বালিস আনিয়া পাতিয়া দিল ও বাতাস করিতে লাগিল]

আবিরা—এস দাদা, শোও, বিশ্রাম কর। [হাতে ধরিয়া টানিল]

বিশ্ব—[শুইয়া] আবিরা, মাথাটা চুল্‌কিয়ে দে তো !

[আবিরা তাহা করিল]।

রমেণ—তারপর, তারপর ?

বিশ্ব—তারপর সেখানে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক অবস্থা, বসন্তগুলি পেকে উঠেছে, কিন্তু তা'র নিউমোনিয়া হয়েছে, আমি যখন যাই তখন তা'র প্রায় শেষ অবস্থা !

হরি—তারপর ? পাড়ার লোকেরা ?—

বিশ্ব—আরে, সে পাড়াটা তো খালি! আশের পাশের লোকগুলি সব বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে, এমন কি তার আপন ভাই—সেও নিরুদ্দেশ! কাছে রয়েছে মাত্র দু'টী মেয়ে ছেলে! কাজেই আমাকেও থাকৃতে হোল।

রমেশ—এখন কেমন আছে?

বিশ্ব—কাল শেষরাত্রেই মারা গেছে! দূর থেকে লোকজন ডেকে এনে তা'কে কবর দেবার বন্দোবস্ত করে এলাম! যাক্, তারপর তোমরা কি মনে করে?

হরি—ওদিকে যে অবস্থা সাংঘাতিক!

বিশ্ব—[চঞ্চল হইয়া] কেন কি হয়েছে?

রমেশ—আরে জমিদারের লোকেরা এসে আমাদের খালের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে!

বিশ্ব—কেন কেন?

হরি—ওদের ক্ষেতে নাকি জল জমা হচ্ছে তাই! ভোলা তো সে কথা শুনে আগুন, দৌড়ে গিয়ে একটার ঘাড় চেপে ধরেছিল আর কি,—আমরা ছাড়িয়ে নিয়েছি।

বিশ্ব—না না! ভোলাকে বারণ করো, আঃ! কি মুস্কিল!

রমেশ—তুমি একবার যাবে?

আবিরা—না দাদা, তুমি শোও—[টানিয়া শোয়াইল], তোমরা কেমনতর লোক গা? দেখ্‌ছো না, দু'দিনের অনাহারে অনিদ্রায় দাদা আমার কেমন হয়ে এসেছেন;—আর তোমরা বল্‌ছো—

বিশ্ব—তোমরা যাও, আমি একটু বিশ্রাম করে ওবেলা যাবো! জমিদারের লোকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লে বোধ হয় তা'রা শুন্‌বে।

[রমেশ ও হরির প্রস্থান।

আবিরা—দাদা, অমন করে করে তোমার শরীর যে মাটী হয়ে গেল! দেখ তো দিন দিন কেমনটী হয়ে যাচ্ছ? [হাত ধরিয়া দেখাইল।

বিশ্ব—গেলই বা একটা দেহ, তা'তেও বোন্ যদি পৃথিবীর কোন উপকার কর্‌তে পার্‌লেম! আচ্ছা তুই আমার জন্য অত ভাবিস্ কেন?

আবিরা—তুমি যে কোন কোন দিন বাড়ী আস না, তা'তে আমার বড় প্রাণ কাঁদে! আমি গিয়ে পুকুর-ঘাটে বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবি! কেবল কলেরা-বসন্ত নিয়েই তো আছ,—

বিশ্ব—আর যদি কখনো বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে না আসি আবিরা?—

আবিরা—ষাট্, ষাট্। তুমি ভারি দুষ্টু! আচ্ছা দাদা, তুমি বিয়ে টিয়ে কর্‌বে না? মাসীমা দিনরাত তাই নিয়ে কত বলেন।

বিশ্ব—বলিস্ কিরে? আমার বিয়ে কর্‌বার সময় কোথায়? আরে মর্‌বার সময় পাই না! যাক্, তুই একটা গান কর্।

আবিরা—তুমি ভারি দুষ্টু, খালি ঐ কথা!

বিশ্ব—গাইবি তো গা', নইলে রাগ কর্‌বো। হুঁ—

আবিরা—আচ্ছা গাই, আচ্ছা গাই—

গান

একাকী এসেছি একা চলে যা'ব
অনন্তের পথে বহিয়া।
বাতাসে কহিব মনের বেদনা
আকাশের পানে চাহিয়া॥
বনের পাদপ ছায়া দিবে শিরে
ময়ূরী নাচিবে তীরে তীরে তারে,
বিজনে গাহিব কুলু-কুলু তানে,
সাগরে যাইব মিশিয়া॥

নয়নের বারি কেহ না হেরিবে
মরমের কথা কেহ না শুনিবে,
শূন্য পরাণে, শূন্য কাননে
ধীরে ধীরে যা'ব চলিয়া ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রতাপ রায়ের বৈঠকখানা।

[দুইখানি তক্তার মধ্যে জাফর মিঞাকে ফেলিয়া দুইজন দ্বারোয়ান্ দুই দিক্ হইতে চাপিতেছিল। নিকটে প্রতাপ দণ্ডায়মান]

জাফর—হো আল্লা রে! জান্ গেল, জান্ গেল!

প্রতাপ—বল্, এখনো বল্ বেটা খাজনা দিবি কিনা? দু'বছরের খাজনা গুণে' এখুনি দ্বারোয়ানের হাতে পাঠা'তে হবে, বল্—

জাফর—দোহাই হুজুর! ঘরে একটী পয়সা নেই, মিছে কথা বল্ছিনা হুজুর, ছেলেপুলে দু'দিন খেতে পায় নি, আমি চারটী দিন কচুরি-পানা সিদ্ধ করে' খেয়ে আছি! দোহাই হুজুর।

প্রতাপ—চাপ্ তবে চাপ্! [দ্বারোয়ান্দ্বয় আবার চাপিল]

জাফর—[চীৎকার করিয়া] হো আল্লারে—মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে—

[নেপথ্যে—'জাফর? জাফর? কোথায় তুই?]

জাফর—কে আছ বাঁচাও রে বাবা,—জান্ নিলে—!

[বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ্ব—এ কি! এ কি কাণ্ড! এ কি নিষ্ঠুরতা জমিদার বাবু?

প্রতাপ—কেরে বেটা তুই? বিনা হুকুমে এখানে প্রবেশ কর্‌লি?

বিশ্ব—আজ্ঞে আমি বিশু;—নরহত্যা হয় জমিদার বাবু, জাফরকে ছাড়ুন্—ছাড়ুন্—জোড় হাতে বল্‌ছি—

প্রতাপ—তুই বেটা সেই কৈবর্ত্তের ছেলে? হুঁ, এবার বুঝেছি! দূর্ হ' এখান থেকে, বেরিয়ে যা!

[দ্বারোয়ান্ জাফরকে পুনর্ব্বার চাপিল]

জাফর—উঃ! আর পার্‌লেম্ না,—জান্ গেল—।

বিশ্ব—জমিদার-বাবু! জান্‌বেন পৃথিবীতে ভগবান্ বলে একজন এখনো আছেন! মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের একটা সীমা আছে, আপনি সারা দেশে আগুন জেলে দিয়েছেন, কিন্তু আর নয়,—জাফর, আয়, উঠে আয়—[তুলিতে অগ্রসর হইল]

প্রতাপ—খবরদার শূয়ার্! দ্বারোয়ান্ পাকড়াও!

[দ্বারোয়ান-গণ বিশ্বনাথকে আক্রমণ করিল]

[ভোলার প্রবেশ]

[ভোলা ব্যাঘ্রের মত দুইজন দ্বারোয়ানের উপর লাফাইয়া পড়িয়া উভয়ের গলা টিপিয়া ধরিল। ইতিমধ্যে তক্তা ফেলিয়া দিয়া জাফর উঠিয়া আসিল]

দ্বারোয়ান্‌দ্বয়—[চীৎকার করিয়া] মর্ যাতা হ্যায়—হোঃ—মর্‌যাতা হ্যায়—

বিশ্ব—কে রে ভোলা? এসেছিস্? ছাড়্, আর না—

প্রতাপ—ডাকাত! ডাকাত! কে কোথায় আছিস্ রে? ডাকাত—

[চাকর, গোমস্তা ইত্যাদি ছুটিয়া আসিল।

প্রতাপ—বন্দুক ! বন্দুক নিয়ে আয় ! ডাকাত !

ভোলা—খবরদার শ্যালারা ! কেউ এক পা নড়বি তো খুন্ করবো !

দ্বারোয়ান্-দ্বয়—[মাটীতে বসিয়া] হা-রে ! মর্ গিয়া একদম্ মর্-গিয়া—উঃ—উঃ—ডাকু শ্যালা—মার্ দিয়া—

বিশ্ব—ভোলা, যা', জাফরকে নিয়ে চলে যা,—বিলম্ব করিস্ নে—

ভোলা—এ্যা ! আর তুমি ?

প্রতাপ—দারোগা বাবু ? দারোগা বাবু ? ডাকাত—ডাকাত—

সরকার—আজ্ঞে দারোগা বাবু—ও ঘরে পড়ে' ঘুমুচ্ছে, কাল সারা রাত নাচ্ দেখেছে কিনা,—জাগিয়ে আন্‌বো ?

প্রতাপ—[উচ্চৈঃস্বরে] দারোগা বাবু ?—

[নেপথ্যে—হুজুর ? যাচ্ছি !]

বিশ্ব—[ভোলার কাণে কাণে] এখানে দেখ্‌ছি দারোগাও রয়েছে, যা' তুই জাফরকে নিয়ে সরে পড়্—।

ভোলা—আর তুমি ?

বিশ্ব—আমি যাচ্ছি,—তো'রা বেরিয়ে পড়্—যা'—

[জাফরকে লইয়া ভোলার প্রস্থান।

প্রতাপ—পালা'চ্ছে ও বেটা পালা'চ্ছে, দ্বারোয়ান্ ? পাকড়াও—

দ্বারোয়ান্—নেহি হুজুর ! উরে বাপ্ ! শ্যালা বড্ড জোয়ান্ ! উঃ !

[দারোগার প্রবেশ]

দারোগা—এ সমস্ত কি কাণ্ড, হুজুর ?

প্রতাপ—দেখ্‌ছেন্ না ? বেটা কৈবর্ত্ত আমার বাড়ীতে ঢুকে আমায় অপমান কর্‌লে ?

বিশ্ব—দারোগাবাবু, দেখুন, ঐ তক্তা দু'খানির মধ্যে ফেলে নরহত্যা করা হচ্ছিল, আমি তা'তে বাধা দিয়েছি, এই আমার দোষ !

দারোগা—[সপদদাপে] জমিদারবাবু তাঁর প্রজাকে শাসন করবেন, তা'তে তোমার অনধিকার প্রবেশ করা'র কি ক্ষমতা আছে? [উচ্চৈঃস্বরে] শুয়ার সিং? বেটারা পড়ে এখনো ঘুমুচ্ছে। সারাটা রাত্ বাইজীদের মান্ দিয়ে দিয়ে বেটারা রাত উজার্ করলে, দেখুন্ তো, এখনো জাগ্‌লো কি না! এদের আমি ডিস্‌মিস্ করবো। যাও তো,—কনেষ্টবলগণকে জাগিয়ে নিয়ে এস—

[চাকর ও সরকার ইত্যাদির প্রস্থান।

প্রতাপ—এই বেলাই বেটাকে চালান দিন্ দারোগা-বাবু! রিপোর্ট্‌টা খুব কসে লিখ্‌বেন! যেন দু'চার বছর জেল্ হয়!

দারোগা—[বিশ্বের হাত ধরিয়া] আমি তোমায় গ্রেফ্‌তার করলাম!

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

[বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণ গান করিতেছিল]

গান

আয়রে গোপাল ব্রজের দুলাল
ছুটে আয় বনে।
রাঙা রবি উঠ্‌লো জেগে ওই আকাশ কোণে॥
শ্রীদাম-সুদাম-সুবে
ডাক্‌ছে তোরে সবে,
আয়রে হাসি' বাজিয়ে বাঁশী
তাড়িয়ে ধেনুগণে॥

বল্ হরি বোল্ বল্ হরিবোল্
বল্‌রে হরি বংশীধারা বল্‌রে হৃষ্টমনে ॥

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—এই যে দেখ্‌ছি কয়টা মেয়ে মানুষ! ও গো, হেই—শোন শোন,—তোমরা যাবে?

বৈষ্ণবীগণ—কোথায় রে?

ঢেঁকি—জমিদারের বাড়ীতে! শোন, বলেছে—যদি সুন্দরী হয় খুব পয়সা পা'বে! অনেক পয়সা পা'বে!

বৈষ্ণবী—দূর্ বেটা পাজি ছুঁচো! তোর মা'কে যেতে বল্ গে!

বৈষ্ণব—আরে আয়, আয়! ও বেটা একটা পাগল!

[বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

ঢেঁকি—আচ্ছা দেখ তো! আমি মেয়ে-মানুষ কোথায় পাবো'! যাকে বলি সে-বেটীই অমনি আমার মা-বোনের নাম ধরে গাল দেয়! দূর্ ছাই, জমিদারের চাকুরি আর কর্‌বো না!

[দীনুর প্রবেশ]

ঢেঁকি—এই যে দীনু দাদা দেখছি! দীনু ভাই, আমায় একটা মেয়ে-মানুষ এনে দিতে পার?

দীনু—এ শ্যালা বলে কিরে! মেয়েমানুষ নিয়ে কি কর্‌বি তুই?

ঢেঁকি—আরে ভাই জমিদার বলেছে নিয়ে যেতে,—নইলে আমার চাকরি থাক্‌বে না। আচ্ছা বল তো আমি মেয়েমানুষ কোথায় পাবো? নিতে পার্‌লে কিন্তু টাকা দেবে!

দীনু—বটে, বটে? টাকা দেবে? কত টাকা দেবে রে?

ঢেঁকি—উঃ! অনেক অনেক টাকা! আমায় বলেছে কি জান দীনুদাদা? বলেছে—

—'তুই লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখবি, সুন্দরী অল্পবয়সের যদি—

দীনু—বহুৎ আচ্ছা! দেখ্ ঢেঁকি, আমার সন্ধানে এমন একটী সুন্দরী আছে উঃ! বল্‌বো কিরে, তার যেমন রূপ, তেমনি বয়স, তেমনি চোখ দু'টী, তার উপর খুব ভাল গাইতে পারে! তা'কে পেলে তোদের জমিদারকে আর সহর থেকে গিয়ে বাইজী আন্‌তে হবে না!

ঢেঁকি—বটে, বটে দীনু দা? কে রে? কোন্ গাঁয়ে? কাদের মেয়ে?

দীনু—শোন্, শোন্। [কাণে কাণে]—

ঢেঁকি—[শিহরিয়া] বল কি দীনু? সে যে ভদ্রলোকের মেয়ে, বিধবা! দোহাই দীনু দা', তার সর্ব্বনাশটী করো' না। দোহাই তোর।

দীনু—বয়ে গেল, ভদ্রলোকের মেয়ে! আমার টাকার দরকার! টাকা পেলে আমি বাবা নিজের মেয়েকেও নিয়ে দিই! যাক্, তুই বেটার দ্বারা কাজ হবে না, আমিই যাচ্ছি জমিদারবাবুর কাছে! টাকার বড্ড দরকার! [প্রস্থান।

ঢেঁকি—দোহাই তোর দীনু ভাই! ও কায করিস্ নে, অধর্ম্ম হবে, অধর্ম্ম হবে! এঁ্যা! শুন্‌লে না, চলে গেল? নাঃ, বাঁচাতে হবে, মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে! কিছুতেই আমি তার ধর্ম্ম নষ্ট হতে দেবো না! কিন্তু কি কৌশল করি? [চিন্তা করিয়া] হ্যাঁ, আগে গিয়া জমিদার আর দীনুবেটার পরামর্শটা শুন্‌তে হবে! যাই, যাই! তার পর গিয়ে বামুন ঠান্‌দির কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে হবে! উঃ! বামুনঠান্‌দির কাছে বড্ড বুদ্ধি! বড় বুদ্ধি! [বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিশ্বনাথের গৃহ।

বিশ্বনাথ ও আবিরা।

আবিরা—দাদা, কেন এ অভিমান? কা'র উপর দাদা? [অশ্রুপাত]

বিশ্ব—অভিমান নয় পাগ্‌লি, দরকার হয়ে পড়েছে! এই যা,—তুই যদি যখন তখন চোখের জল ছাড়িস্ তবে আমার আর যাওয়া হয় না!

আবিরা—না, তুমি যেও না! যেমন ছিলে তেমনই থাক, বিলাত গিয়ে জাত দেবার দরকার নেই দাদা [হাত ধরিয়া অনুনয়]

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—এ কি সত্যি কথা বিশুদা! সত্যি সত্যি বিলাত যাবে? ঐ শ্যালা পাদ্রি-বেটার সঙ্গে সঙ্গে যেদিন থেকে ঘুর্‌ছো দেখতে পেয়েছি, সেদিন বুঝেছি যে তোমাকেও ভূতে পেয়েছে, তুমিও খ্রীষ্টান হবে, ধর্ম্মত্যাগী হ'বে!

বিশ্ব—বলিস্ কিরে ভোলা? খ্রীষ্টান্ হবো কে বল্লে? বিলাত গেলেই কি লোক নিজের ধর্ম্ম হারায়? ওই তো তোদের ভুল! হাঁ, তবে জাতটা যাবে সে কথা ঠিক!

ভোলা—জে'লে তোমার কোনো কষ্ট হয়নি বিশুদা!

বিশ্ব—আরে জে'লের ভেতর কি আর কেউ সুখে থাকে ভাই? তবে কিনা সাতটী দিনের জেল্, তেমন গায়ে লাগে নি! কাল রাত্রে ফিরে এসেই তো তোকে ডেকে পাঠা'লাম!

ভোলা—বাবার বড্ড অসুখ বেড়েছিল কিনা, তাই আস্‌তে পারি নি, বিশুদা! আচ্ছা তুমি বিলাত যাচ্ছ কেন?

বিশ্ব—না গিয়ে আর উপায় দেখছি না ভোলা, এবার প্রাণে বড় লেগেছে! এই অভিশপ্ত কৈবর্ত্তের কুলে জন্মিয়ে হিন্দু-সমাজের কাছে যা' পাপ করেছি, সাগরকূলে গিয়ে তা'র প্রায়শ্চিত্ত করে আস্‌তে হবে ভোলা! এই কালো চাম্‌ড়াটা সেখানে গিয়ে সাদা করে বদ্‌লে না আস্‌লে যে আর ভাই এদেশে আমল পাচ্ছিনে! শুনে আশ্চর্য্য হবি ভোলা, আরে জে'লের ভেতরও ঐ জাতের বিচার।

ভোলা—সে কি রকম বিশুদা?

বিশ্ব—জানিস্ তো সেন-পাড়ার উমাচরণ চুরির দায়ে ছয়মাস জেল্ খাটছে? আরে, দৈবাৎ সে দিন খাবার সময় সে আর আমি পাশা-পাশি গিয়ে বসে পড়ি,সে কিন্তু তা' দেখে সে কেমন একবার নাক সিটকিয়ে উঠে গেল, আর ওয়ার্ডার বেটাকে গিয়ে কাণে কাণে কি বল্লে। ওয়ার্ডার তখন এসে সেখান থেকে হাতে ধরে আমাকে টেনে উঠিয়ে নিলে! প্রাণে বড় লাগলো ভোলা, তখুনি ঠিক কর্‌লাম—আর না! দেশের জন্য ধন, মান, স্বাস্থ্য সমস্ত দিয়েছি, ইউনিভার্সিটীতে প্রথম হয়ে বি, এ, পাশ করা'তে—যেটুকু উন্নতির আশা-ভরসা ছিল তাহাও নষ্ট করেছি, শেষকালে সাত দিন জেল্ পর্য্যন্ত খেটে এলাম,—কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছি—কেবলি তুচ্ছ, কেবলি ঘৃণা, নির্য্যাতন আর অপমান! আর না ভোলা, আর না! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমার জাতের বন্ধনই আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে, সে জাতটাকে এবার সমুদ্র-পারে গিয়ে খুন করে আস্‌তে হবে!

ভোলা—বিশুদা, ওই তো মজা! পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পরের জন্য খাটে, দেশের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দিনরাত পরি-

শ্রম করে, তা'কে যে পদে পদে অপমান ও নির্য্যাতন ভোগ কর্‌তে হয়! কিন্তু সে তো হোল তা'র পরীক্ষা! ফলাফল, ভালমন্দ সমস্তই ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করে যে ব্যক্তি চোখ বুজে কেবলি কাজ করে যায়, সেই তো হোল বাস্তবিক কর্ম্মী! তজ্জন্য অভিমান করা হচ্ছে মস্ত বড় ভুল!

[পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ]।

ভোলা—[দেখিয়া] সাহেব, আবার তুমি এখানে?

পাদ্রি—[চমকিয়া] হু, টুমি? আচ্ছা বিশু বাবু, হামি যাই [প্রস্থানোদ্যত]

বিশ্ব—গুড্‌ মর্ণিং সাহেব! আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? আমিই তো বাঙ্গলায় যা'বো বলে খবর পাঠিয়েছি!

পাদ্রি—বহুট্ আচ্ছা, টুমি এসো, বড় সাহেব ডেকেছে!

[প্রস্থান।

বিশ্ব—ভোলা, সাহেব তোকে দেখ্‌ছি ভারি ভয় করে যেন?

ভোলা—[হাসিয়া] গলার 'কলার' খুলে দেখো, এখনো দাগ রয়েছে! আচ্ছা, থাক্‌ সে সব কথা! তা' হলে মাসীমা ও মেশো-মশায়রা আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌ছেন?

বিশ্ব—শুধু তা'রা নয় ভোলা, এই নে, আমার প্রাণের পুতুলকে তোর হাতে উঠিয়ে দিচ্ছি [আবিরাকে ভোলার হস্তে প্রদান]।

ভোলা—আয় বোন্ আয়্। [আবিরার ক্রন্দন]

আবিরা—দাদা, তবু তুমি চলে যাবে? [পুনর্ব্বার গিয়া বিশ্বের হস্ত ধরিল] তবু তুমি যাবে? তা' হলে তুমি এসে আমাকে আর দেখ্‌বে না,—

বিশ্ব—[হাসিয়া] বলিস্ কিরে পাগ্‌লি? অত অভিমান করিস্ নে!

মা এবং বাবা রয়েছেন, ভোলা রয়েছে, বেশ তোকে আদর করবে, আরে দু'টী বছর, সে আর বেশী কি ? কাঁদিস্ নে [সান্ত্বনা]।

[রমেণ ও হরির প্রবেশ]

উভয়ে—বিশু দা, বিশু দা ? আমাদের ছেড়ে চল্লে [হাতে ধরিল]

বিশু—একবার বিলাতটা ঘুরে আসি ভাই ! দেখ্ছো না দেশের জন্য খেটে খেটে শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, বছর দুই একটু ঘুরে আস্লে মনেরও ফূর্ত্তি বাড়্বে, দেহটাও সুস্থ হবে ! দেখ, দেশের কাজ ও সেবার কাজকর্ম্মগুলি তোমাদের দু'জনের হাতে রইল, খুব সাবধানে চল্বে, আমাদের চারিদিকে শত্রু, কারু সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করো না।

[শিরোমণির প্রবেশ।]

বিশ্ব—এই যে ঠাকুরমামা ! [পদধূলি লইয়া] ঠাকুরমামা ! আশীর্ব্বাদ করুন্।

শিরোমণি—[দুই হাত তুলিয়া] যাও বীর, যাও। তোমায় বাধা দেবো না ! আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্। যাও, দেশের দুঃখ-স্মৃতি, জাতের কালিমা, প্রাণের বেদনা, সমস্ত ওপারের সমুদ্রজলে ধুয়ে ফেলে দিয়ে, আবার বিদেশের মহিমায় দীপ্ত ও গৌরবান্বিত হয়ে ফিরে এস ! যাও বীর, যাও !

আবিরা—দাদা, দাদা, দাদা,—[জড়াইয়া ধরিল]

বিশ্ব—[মাথায় হাত দিয়া] বোন্ ?
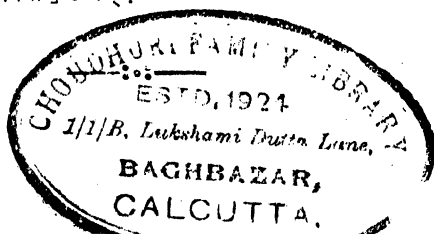
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুকুর ঘাট।

আবিরা বসিয়া গান করিতেছিল।

গান

আগুন জ্বেলে দে'রে ভালে
বিধবা বাঙ্গালীর মেয়ে।
শূল-যোগে জনম তোদের
বিধাতার অভিশাপ নিয়ে॥
আবার যদি হিঁদুর গেহে
লভিস্ জনম হে রমণি।
হ'স্ নে যেন কপাল-পোড়া
স্বামি-হারা সীমন্তিনী॥
সমাজ-কুলের যতই শাসন
বাঁধ্ছে কেবল হিঁদুর মেয়ে।
অবিচার আর বিষের জ্বালে
বিশ্বখানি গেছে ছেয়ে॥

[নেপথ্যে—"আবিরা! আবিরা!"]

আবিরা—এই যে দাদা এখানে!

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা—আরে বিশুদা'র তার এসেছে, বিশুদা দেশে রওনা হয়েছেন!

আবিরা—[সানন্দে] এঁ্যা! দাদা আস্ছেন? কোন্‌দিন আস্ছেন? কোন্ দিন?

ভোলা—তা' কিছু লিখেন নি, কেবল লিখেছেন কি একটা ইংরাজী পরীক্ষা পাশ দিয়েছেন, চাকরি হয়েছে, দেশে আস্ছেন ! বাস্ !

আবিরা—বাঃ ! বেশ হয়েছে দাদা ! না ? আচ্ছা দাদা, তা'হলে মজুরদের লাগিয়ে দিয়ে শিগ্গীর বাড়ীর ওপাশের নালাটা সিঁচিয়ে ফেল না দাদা, সেখানে অনেক মাছ, বিশুদা আস্বার সময় হ'লে সে মাছগুলি ধর্বে বলেছিলে তো ?

ভোলা—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্ আবিরা, পরশু দিন থেকেই মজুর লাগিয়ে দেবো, আমরা ৺তারকেশ্বর থেকে ঘুরে আসি গে। যদি আজই লাগিয়ে দিই, তবে বেটারা মাছ চুরি কর্তে পারে !

আবিরা— তোমাদের ফির্তে কত দেরী হ'বে দাদা ?

ভোলা—কত আর কি ! দশ বারো ঘণ্টার পথ, আজ রওনা হব, কাল ৺শিব-চতুর্দ্দশী, কাল রাত্রে দর্শন-টর্শন করে পরশু ভোরেই আবার গাড়ীতে উঠ্বো, পরশু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ীতে এসে পৌছাবো ঠিক। দেখ্, তোকে ফেলে আমার যাবার মতলব মোটেই ছিল না, কিন্তু কি কর্বো বল্,—যেমন বাবার ঝোঁকটা চেপেছে খুব তেমন আবার বিশুদা'র বাবা ও মায়ের নিতান্ত ইচ্ছা হয়েছে যে এবার ৺তারকেশ্বর দর্শন কর্বেন। এখন যদি না যাই, বল্, বিশু এসে কি বল্বেন।

আবিরা—তা'হলে আমাকেও নিয়ে যাও না দাদা, আমারি জন্য বুড়ী রঘুয়ার মা'রও যাওয়াটা হচ্ছে না ! সে অনেক দিন তোমাদের বাড়ীতে আছে, তা'রও তো একটা আশা-ভরসা !

[রঘুয়ার মা'র প্রবেশ]

রঘুয়ার মা—না বাবা, আমি এবার যাচ্ছি নে।

ভোলা—সে কি! তুমি মাসেক ধরে রোজ রোজ বল্‌ছো ৺তারকেশ্বর যা'বে, এখন আবার মত বদ্‌লালে যে রঘুর মা?

রঘুয়ার মা—না বাবা, দু' তিন দিন ধরে দেহটা বড্ড খারাপ করে ফেলেছে, এবার দেখ্‌ছি ঠাকুর আর কৃপা কর্‌লো না।

আবিরা—বেশ, তবে তুমি থাক, আমিও এঁদের সঙ্গে যাই।

রঘুয়ার মা—না রে না আবি, জোয়ান মেয়ে মানুষকে কখনো তারকেশ্বর যেতে নেই রে মা! সে বড় নষ্ট জায়গা! তুই আর আমি দিব্যি বাড়ীতে থাক্‌বো, এখনো কি তীর্থ কর্‌বার সময়টা হয়েছে রে তোর?

ভোলা—বুড়ী ঠিক কথা বল্‌ছে আবিরা! আমিও পছন্দ করি না যে তুই এই ভিড়ের মধ্যে তারকেশ্বর যা'স্! বাবারও তা' ইচ্ছা নয়।

আবিরা—তোমাদের যা' খুসি!

ভোলা—রঘুয়ার মা, তা' হলে এ কথা! বাইরের ঘর টর গুলিতে তালা দিয়ে রাত্রে সাবধানে বাড়ীতে থেকো, মাঝে মাঝে একটু কান সজাগ রেখো, চোরের উৎপাত বড্ড বেড়ে গেছে!

রঘুয়ার মা—আচ্ছা, আচ্ছা, সে ভাবনা তোমার কর্‌তে হবে না বাবা, আমি আজ দু' বছর তোমাদের বাড়ীতে কাটাচ্ছি বাবা, রঘুয়ার মা যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীতে চোরের বাপও আসে না! আয়, আবি আয়, তেল্ টেল্ মাখিয়ে দিই, চা'ন কর্!

[আবিরাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মাঠের একপার্শ্ব।

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! [উচ্চ-হাস্য] আচ্ছা তোমরা কেউ কখনো শুনেছ ? বেটাছেলে কিনা মেয়েমানুষ সাজ্‌বে! রঘুয়ার মাকে হাত করেছে, অনেক টাকা দিয়েছে, রাত্তিরে আস্তে আস্তে গিয়ে কড়া নাড়্‌তেই কিনা সে দরজা খুলে দেবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ! বুদ্ধি করেছে—জমিদার বেটা মেয়েমানুষ সাজ্‌বে! দীনু বেটা কতদিন ধরে ফাঁকে ফাঁকে ঘুর্‌ছে, কিন্তু ঐ ভোলার ভয়ে আর বাড়ীর মধ্যে সেঁধোয় না। বাপ্‌রে বাপ্‌। কি জোয়ান্‌ ভোলা-বেটা! ধর্‌তে পার্‌লে কি আর জ্যান্ত রাখ্‌তো। তাই কাছে ঘেসে নি, এতদিন খালি খবর নিচ্ছে! আজ ভোলা তারকেশ্বর গেল কিনা তাই সুবিধে পেয়েছে! আচ্ছা যাত্‌রা—

[সম্মুখ দিয়া একটা সাপ ছুটিয়া গেল]

ঢেঁকি—উরে বাবা! সাপ না? বড় খারাপ জায়গা তো। কিন্তু ওরা এখানেই দেখা কর্‌তে বল্লে, কৈ এখনো আস্‌ছে না তো? [নীরব] হুঁ! অবিয়ার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে রাত্রে শালারা যা'বে! দীনু বলেছিল জমিদারের বাড়ীতে জোর করে নিয়ে যেতে, কিন্তু জমিদার বল্লে—'না, সেটা ভাল হবে না, ভদ্রলোকের মেয়ে কিনা, দেশ-ময় ভারি কলঙ্ক রটে' যাবে, তাতে বিপদ্‌ ঘট্‌তে পারে! তার চাইতে আমি মেয়েমানুষের বেশ ধরে গিয়ে রাত্রে তা'র সঙ্গে দেখা কর্‌বো, আমার কথা শুন্‌লে আর চেয়ারাটা দেখ্‌লেই মেয়েটা রাজ হবে নিশ্চয়! তা'র পর আপোষে তা'কে নিয়ে

আস্‌তে পার্‌বো! দেখেছো জমিদারের বুদ্ধি? কিন্তু আমিও বাবা বামুন-ঠান্‌দির কাছ থেকে এমন বুদ্ধিটী নিয়েছি, যা'তে সব শ্যালা বদ্‌মায়েস্ আর গুণ্ডাদের ধরে একই খাঁচায় পূরাতে পার্‌বো! ঐ রামা ছো[illegible] হ[illegible] শ্যালা, আর ঐ জমিদার বেটা,—তিনজনে দেশখানা ছাড়্‌খার্ করে দিলে, মেয়ে-মানুষদের আর ইজ্জ্‌ত রইল না! বেটা জমিদার! তুমি মনে করেছো মেয়ে মানুষের বেশ ধর্‌লে গাঁয়ের কেউ আর তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না, দীনু বেটা বল্‌বে [illegible] তুমি তা'র মাসী! হাঃ—হাঃ—হাঃ! দেখাচ্ছি, মজা দেখাচ্ছি! হাঃ—হাঃ—ঐ প্রেমটার দায়ে পড়্‌লে লোক কত কাণ্ডই না করে বাবা!

[হামিদার প্রবেশ]

হামিদা—কৈ রে শ্যালা? কোথায় আবিরা, কোথায়?

ঢেঁকি—এই যে! সেলাম খাঁ বাহাদুর, সেলাম্!

হামিদা—আগে বল্ শ্যালা, কোথায় আবিরা!

ঢেঁকি—আরে গরম হচ্ছ কেন দাদা! ভদ্রলোকের মেয়ে, বোঝ না? সে কি দিনের বেলায় বেরোয়? সে আছে এখন ভোলার বাড়ীতে!

হামিদা—ভোলার বাড়ীতে! বাপ্! সেখানে কে যাবে রে শ্যালা! ঐ বেটা হোল একটা অসুর! থাক্, কাজ নেই বাবা!

ঢেঁকি—আরে ভয় নেই দাদা, ভোলা বাড়ীতে নেই, তীর্থে গেছে! কিন্তু আর এক ফেসাদ্ হয়েছে!

হামিদা—কি! কি!

ঢেঁকি—রামা-গুণ্ডাকে তুমি জান তো?

হামিদা—রামা! হিঁদু পাড়ার রামা? সে শ্যালাকে আর জানিনে? সেদিন খেমটার নাচে শ্যালার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এলাম!

ঢেঁকি—রামা যে এখন মুস্কিল কর্‌লে! সে দীনু বেটাকে হাত করেছে, এবং এই ঠিক করেছে যে আজ সন্ধ্যার পর দীনু যখন আবিরাকে বা'র করে নিয়ে আস্‌বে তখন সে তা'কে জোর্ করে ছিনিয়ে নেবে!

হামিদা—বটে! খুন কর্‌বো আমি শ্যালাকে খুন কর্‌বো!

ঢেঁকি—হ্যাঁ, তবে তুমি যদি ঠিক তখুনি সেখানে হাজির হয়ে ছোঁ মেরে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে পার তবে কাজ হয়!

হামিদা—পার্‌বো না? খুব পার্‌বো! কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বল্।

ঢেঁকি—ঐ ভোলাদের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের কলা-বনের মধ্যে। দেখ, আমি সঙ্কেত কর্‌লেই বাঘের মত ছুটে এসে আবিরার উপর পড়্‌বে, কেমন?

হামিদা—আচ্ছা তাই! আমি তবে যাই, লোকজন যোগাড় করি!

[প্রস্থান।

ঢেঁকি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি মজাটাই না আজ হবে! ওদিকে আবার দারোগা বাবুকে গিয়ে বলে এসেছি যে আজ সন্ধ্যার পর ভোলাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌বে, তিনি যেন নদীর পাড়ে পাটের ক্ষেতের মধ্যে পাহারওয়ালাদের নিয়ে লুকিয়ে থাকে! তিনি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌তে চায় নি, কিন্তু অনেক বলা'তে তারপর রাজি হয়েছে, কিন্তু আমাকে ধম্‌কিয়েছে—যদি ডাকাত না পড়ে তবে আমাকে ধরে' জেলে দেবে!

[রামার প্রবেশ]

ঢেঁকি—এই যে রামা দা, এস, এস!

রামা—[চতুর্দ্দিকে চাহিয়া] কৈ, কোথায় রে? আবিরাকে এনেছিস্?

ঢেঁকি—আরে দাদা, সে তো আস্‌তোই, কিন্তু দীনুবেটা হামিদা গুণ্ডার সঙ্গে মিশে আবিরাকে যে হাত করে ফেলেছে!

রামা—বলিস্ কি? হামিদা শ্যালা? সে দিন শ্যালাকে ধরে' এত পিটা'লেম্, তবু শ্যালা!

ঢেঁকি—হ্যাঁ দাদা, দেখ, তুমি থাক্‌তে মোছলমান্ কিনা এসে হিঁদুর মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাবে! তবে একটা কাজ যদি কর্‌তে পার!

রামা—সব কাজ পার্‌বো; বল্ কি কর্‌তে হবে!

ঢেঁকি—দেখ, আজ সন্ধ্যার পর তুমি লোকজন নিয়ে এসে ভোলাদের বাড়ীর উত্তরপাশে আম-বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকো! এদিকে যে-ই দীনু বেটা এসে আবিরাকে বা'র্ করে নিতে যা'বে আমি একটা সঙ্কেত কর্‌বো, আর তুমি ভালুকের মত এসে দীনু বেটার ঘাড়ে পড়্‌বে! তখন আর আবিরা পালাবে কোথায়?

রামা—বেশ! আমি তোকে খুব বক্‌সিস্ দেবো! যাই তবে এবেলা!

[প্রস্থান।

ঢেঁকি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! কি মজা! বামুন ঠা'ন-দির মাথায় এমনি বুদ্ধি বাবা! এমনি বুদ্ধি! যাই, দেখি এবার দারোগা-বাবু এসে পড়্‌লো কিনা! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভোলার গৃহের সম্মুখ।

স্ত্রীলোকের পোষাকে সজ্জিত প্রতাপ রায়
দীনুর হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল।

দীনু—এই এসে গেছি! এই বাড়ী হুজুর, এই বাড়ী! আপনি এখানে দাঁড়ান আমি গিয়ে দরজার কড়া নাড়ি।

[দীনু গিয়া দরজার কড়া নাড়িতেই রঘুয়ার
মা বাহির হইল]

দীনু—কি রে? কি করছে?

রঘুয়ার মা—ঘুমিয়েছে। এস, ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি!

দীনু—আর কেউ নেই তো!

রঘুয়ার মা—না, না! বাবুকে নিয়ে এস!

[রঘু'র মা ভিতরে প্রবেশ করিল]

[ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—এই যে দীনু দা, হাঃ—হাঃ হাঃ [উচ্চ-হাস্য সহ হাততালি]

দীনু—আরে বেটা ঢেঁকি! তুই কোত্থেকে এলি? চুপ্ চুপ্!

[রামা গুণ্ডার প্রবেশ]

রামা—কৈ? কোথায় রে?

ঢেঁকি—[স্ত্রী-বেশী জমিদারকে দেখাইয়া] ঐ—ঐ! ঐ তো আবিরাকে বা'র করেছে!

দীনু—কে রে বেটা? কে তুই?

রামা—দূর্ শালা! [মাথায় লাঠির আঘাত]।

দীনু—উঃ! বাপ্‌রে, গেলাম! [অজ্ঞান হইয়া পড়িল]।

রামা—এস, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, আর কোথায় যাবে? এস,

[জমিদারকে জড়াইয়া ধরিল]

ঢেঁকি—[তিনবার হাততালি দিয়া] হাঃ—হাঃ—হাঃ।

[হামিদার প্রবেশ]

হামিদা—কোথায় রে? শ্যালা কোথায়?

ঢেঁকি—ঐ দেখ্‌ছো না রামা-বেটা জড়িয়ে ধরেছে।

রামা—কে রে শ্যালা, হামিদা? খুন কর্‌বো! চলে যা'!

হামিদা—ও রে শ্যালা হিঁদু! ছাড়্‌ আমার প্রিয়াকে ছাড়্‌। এস জান্‌ এস—[জমিদারকে জড়াইয়া ধরিল]

[তখন উভয়ে টানাটানি করিয়া জমিদারকে কাঁধের উপর তুলিল]

প্রতাপ—[মুখের ঘোম্‌টা ফেলাইয়া] কে রে বেটারা? কেন আমায় অমন কর্‌ছিস্? কে তোরা? [স্কন্ধ হইতে পতন]

ঢেঁকি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! [বাঁশী বাজাইল]।

রামা ও হামিদা—এ কি! একি! হুজুর! আপনি এখানে? ওমা, এসব কি কাণ্ড!

[দারোগা ও পাহারওয়ালাগণের প্রবেশ]

দারোগা—তাইতো দেখ্‌ছি! পাক্‌ড়াও, সব বেটাকে পাক্‌ড়াও।

[পাহারওয়ালাগণ সকলকে বাঁধিল]

প্রতাপ—এঁ্যা! এসব কি? দারোগা বাবু, আপনিও এরি মধ্যে?

দারোগা—[চিনিয়া] এ কি! জমিদারবাবু? নমস্কার, নমস্কার! আপনি এখানে?

প্রতাপ—দেখ্‌ছেন? দীনু বেটার ষড়যন্ত্র দেখেছেন? আমাকে নিয়ে এসে—

[সাহেবের বেশে হ্যাট্‌কোট্‌ পরা জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ]

ব্যক্তি—এ কি! এ সব কি কাণ্ড! কে তোমরা এখানে? আবার পুলিসের লোক দেখ্‌ছি? এতরাত্রে কে তোমরা এখানে? ভোলা—অ ভোলা—ভোলা? কৈ, ওদের কাউকে তো দেখ্‌ছি না! [গর্জ্জন করিয়া] বলি কে তোমরা?

দারোগা—তুমি কে বট রে বাপু? এখানে এসে মুরুব্বিয়ানা চাল চাল্‌ছো, এত রাত্রে এ পাড়ার মধ্যে কে তুমি?

ব্যক্তি—আমি? তা' পরে জান্‌তে পার্‌বে! এখন আমার কথার জবাব দাও দারোগা! কি হয়েছে এখানে? এতরাত্রে এবাড়ীতে পুলিসের্‌ লোক কেন? বাড়ীর লোকও বা গেল কোথায়?

দারোগা—ফের্‌ তুমি 'তুমি তুমি' বলে কথা কইবে তো আমি তোমাকে গ্রেফ্‌তার কর্‌বো! জান? তোমার মত ঢের সাহেবকে আমি গারদে পুরেছি!

ব্যক্তি—বটে? [দরজার দিকে গিয়া] ভোলা, অ ভোলা?—

ঢেঁকি—হুজুর, ভোলা তো বাড়ীতে নেই, তারকেশ্বর তীর্থে গেছে।

[মালপত্র লইয়া দুইজন মুটের সহিত
চাপরাসিগণের প্রবেশ]

ব্যক্তি—মালগুলি ওদিকে নামিয়ে রাখ্‌! আবিরা, আবিরা?—

দারোগা—এ কি! এ যে ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপ্‌রাশি! এরা কেন এখানে?

ব্যক্তি—এখনো বুঝ্‌তে পার্‌লে না দারোগা—আমি কে?

দারোগা—আজ্ঞে, আজ্ঞে !

চাপ্‌রাশি—ও নতুন মাজিষ্টর্ সাহেব আছে দারোগাবাবু !

দারোগা—[শিহরিয়া] এঁ্যা ! আজ্ঞে শুনেছিলাম একজন সিভিলিয়ান্ বিলাত থেকে আমাদের সব্‌ডিভিসনে হাকিম হয়ে আস্‌ছেন, তাঁর নাম গেজেট্ হয়েছে—লিখেছে কোন্ 'বি. দাশ !'

ব্যক্তি—[মাথার টুপি খুলিয়া] এখন চিন্‌তে পারেন দারোগাবাবু—আমি সেই বিশ্বনাথ দাশ, বর্ত্তমানে আই, সি, এস্, এবং এই মহকুমারই ম্যাজিষ্ট্রেট্ !

দারোগা—[জোড়হাতে নত হইয়া] ধর্ম্মাবতার, চিন্‌তে পারি নি, অপরাধ ক্ষমা হয়।

[ঢেঁকি আসিয়া পদতলে পড়িল]

বিশ্ব—তুই কেরে ?

ঢেঁকি—হুজুর আমি ঢেঁকি ! হুজুর, এরা সব ডাকাত ! আবিরাকে চুরি কর্‌তে এসেছে !

বিশ্ব—কি. বলিস্ কি রে ? আবিরাকে চুরি কর্‌তে ! ওরা কোথায় ?

ঢেঁকি—হুজুর, ভোলা বুড়ো-বুড়ীদের নিয়ে কাল তারকেশ্বর গেছে, রঘুয়ার মা আর আবিরা আছে কিনা, তাই রঘুয়ার মাকে হাত করে' আবিরাকে চুরি কর্‌তে এসেছে !

বিশ্ব—এঁ্যা ! বটে, বটে ? আবিরা—আবিরা ? [উন্মাদের মত দরজার দিকে ছুটিল] আবিরা ? কোথায় সে ?—

[কম্পমান দেহে রঘুয়ার মা বাহির হইল]

বিশ্ব—কে তুমি ? আবিরা কোথায় ?

রঘুয়ার মা—পালিয়েছে বাবা, পালিয়েছে !—

বিশ্ব—পালিয়েছে? কোথায় পালা'লো? এই ঘোরতর অন্ধকারে কোথায় পালালো?

দারোগা—[গৰ্জ্জিয়া] বল্ বেটী, বল্! শিগ্‌গীর বল্।

রঘুয়ার মা—বল্‌ছি বাবা, বল্‌ছি শোন,—যখন ডাকাতেরা পড়ে ওখানে মার্‌পিট্ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে তখন আবিরা ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন জানালা দিয়ে ওদের দেখ্‌লে—তখন পাগলের মত হয়ে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি কর্‌তে কর্‌তে বল্লে—'ওমা,—ওই গুণ্ডারা একবার আমায় নিয়ে পালিয়েছিল, আবার আমায় ধর্‌তে এসেছে! না, পালাই—পালাই,—আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না।'—এই না বলে বাড়ীর পাশ কেটে জঙ্গলের দিকে কোথায় পালা'লো!

বিশ্ব—[গৰ্জ্জন করিয়া] তুই কি কর্‌ছিলি! কেন তুই তা'কে বাধা দিলি নে?

রঘুয়ার মা—আমি? আমার তখন বাবা মূর্চ্ছা হ'বার উপক্রম! আমি ভয়ে অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছিলাম!

বিশ্ব—[টুপি ইত্যাদি দূরে ফেলিয়া] সৰ্ব্বনাশ! দারোগাবাবু, আপনি এক কাজ করুন্, সব কয়টাকে হাত-কড়ি লাগিয়ে থানায় নিয়ে কড়া পাহারায় রাখুন্, আর তিন চারজন পাহারওয়ালাকে মশাল হাতে করে জঙ্গলের মধ্যে চালিয়ে দিন্—তন্ন তন্ন করে যেন আবিরাকে খুঁজে দেখ, আজরাত্রে তাকে খুঁজে বা'র কর্‌তেই হবে! আমিও একদিকে যাচ্ছি!

দারোগা—না, ধর্ম্মাবতার, আপনাকে যেতে হবে না! আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন,আমি স্বয়ং পাহারওয়ালাদের নিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে যাচ্ছি! ওরে হাতকড়ি লাগা—

প্রতাপ—বলি হে বিশ্বনাথ, ভাল আছ তো?—

দারোগা—চুপ রাও পাজি ! ভোঁদল সিং ? পাকড়াও ইস্‌কো !

প্রতাপ—বটে ?

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীর।

[দুইজন পাহারওয়ালার প্রবেশ]

১ম—রাত তো ভোর হয়ে গেল ভাই, এখনো তো মেয়েটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না. কি করি বল্। [হতাশ হইয়া বসিল]!

২য়—কি আর কর্‌বো ভাই ! চল্ গিয়ে হাকিমকে বলি।

১ম—না রে না ! এখুনি গিয়ে বল্‌বো কি রে? চাকুরি যাবে যে ! দেখ্‌লি না ? সাহেব মেয়েটার জন্য পাগলের মত হয়ে গেছেন।

২য়—[নদীর জলের দিকে দেখিয়া] হারে করিমবক্স, জলের কিনারায় সাদা সাদা ওটা কি দেখা যাচ্ছে রে ?

১ম—কৈ কৈ ? [দেখিয়া] হাঁ, তাইতো ! যেন একটা মরা মানুষ ! দেখে আয়্‌তো গিয়ে ! যা,—

[দ্বিতীয় ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিল]

২য়—একটা মেয়ে-ছেলে ! হায়—হায়—! বোধ হয় সেই মেয়েটা ! মরে গেছে !

১ম—এঁ্যা ! সত্যি ! মরেছে ? উঃ ! চল্, দৌড়ে চল্ সাহেবকে গিয়ে বলি [প্রস্থানোদ্যত]. না যেতে হবে না, ঐ যে সাহেব এদিকে আস্‌ছেন।

২য়—তবু যাই, বলিগে।　　　　　[প্রস্থান।

[উন্মাদের মত বিশ্বনাথের প্রবেশ]

বিশ্ব—কৈ ? কোথায় ? কোথায় ?

১ম—ঐ যে হুজুর ! ঐ যে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে !

[বিশ্বনাথ ছুটিয়া গেল]

২য়—চল্ চল্, আমরাও যাই, সাহায্য করি [অনুগমন]।

[আবিরার মৃত দেহ লইয়া বিশ্বনাথের ও
পাহারওয়ালার প্রবেশ]

বিশ্ব—[দেহ ভূমিতে রাখিয়া] আবিরা, আবিরা, বোন্ ? উ—হুঃ ! [জড়াইয়া ধরিল] ডাক্তার ! ডাক্তার ডেকে আন্ ! শীগ্‌গির্ যা !

১ম—হুজুর ! মরে গেছে ! প্রাণ নেই ।

বিশ্ব—যাও শূয়ার্ ! শীগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে এস

[সভয়ে দুইজনের প্রস্থান]

বিশ্ব—আবিরা, আবিরা, বোন্? জবাব দে' ! এই দেখ্ আমি এসেছি। কতদূর্ থেকে, সমুদ্রের জল ভেঙ্গে তো'কে দেখ্‌তে ছুটে এসেছি বোন্, উঃ ! নেই ! প্রাণ নেই ! নাঃ, যেন চোখের পাতা নড়্‌লো না ? [চীৎকার করিয়া] আবিরা ? আবিরা ? বৃথা ! শেষ হয়ে গেছে ! সব ফুরিয়ে গেছে, [বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ক্রন্দন]। কোন্ অভিমানে বোন্ ? কেন জলে ডুবে প্রাণ দিলি ? ভয়ে ? কা'র ভয় ? আমি যে এখন সকলেরি ভয় দূর্ কর্‌তে ছুটে এসেছি, কেন এ কাজ কর্‌লি বোন্ ? বোন্—[ক্রন্দন]

[ডাক্তারের প্রবেশ]

বিশ্ব—[লাফাইয়া উঠিয়া ডাক্তারের হাত ধরিল] ডাক্তার ! এস, এস ! দেখ ভাই—প্রাণ আছে কি না দেখ !

[ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল]

ডাক্তার—আজ্ঞে! মরেছে প্রায় ছয় ঘণ্টার উপর!

বিশ্ব—এ্যা! তুমি কিছু কর্‌তে পার না? মূর্খ, আহাম্মক! দূর্ হও!

[ডাক্তারের প্রস্থান]

বিশ্ব—আবিরা! আবিরা! উঃ! নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ, দেখ, চেয়ে দেখ! দেখ কেমন করে তোমার বুকের উপর অসহায় অবলা বালিকা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে! চোখ্ খুলে চেয়ে দেখ—তোমার নিষ্ঠুর শাসনের পরিণাম! [আবেগ-ভরে]. উঃ! আবার যদি আবিরার বিয়ে হো'ত, যদি আজ সে কোন গৃহস্থের কুলবধূ হয়ে বিরাজ কর্‌তো, তা'হলে তো তার উপর সমাজ ও সয়তানের এতটা অত্যাচার হো'ত না! তা'হলে তো আজ তা'কে এভাবে নদীর জল আশ্রয় কর্‌তে হো'ত না! [অদূরে দেখিয়া]

হাঁ! ঠিক সেই স্থান! বছর চারেক আগে এই স্থানেই আমি হতভাগিনীকে নদীর জল থেকে তুলে' এনে বাঁচিয়েছিলাম! এই স্থানেই আবার তাহার শ্মশান-শয্যা হোল! ঐ সেই অভিশপ্ত বট গাছ! এখনো ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওই সেই আবিরার মরণ বাঁচনের সাক্ষী!

[রমেশ ও হরির প্রবেশ]

উভয়ে—বিশুদা, বিশুদা—[পদধূলি গ্রহণ]।

বিশ্ব—আর কেন ভাই? রাখ্‌তে তো পার্‌লে না। তোমাদের হাতেই আবিরাকে রেখে গিয়েছিলেম, ফিরে এসে আর দেখ্‌লাম না। [নীরবে অশ্রুপাত] যা'ক্! আমার একটা সংকল্প শোন! এখুনি সকলে চারিদিকে ছুটে যাও, দেশে হো'ক কিম্বা সহরে হোক্ যেখান থেকে পাও, শতেক রাজ-মিস্ত্রী ডেকে এনে এক সঙ্গে কাজে

লাগিয়ে দাও। ঐ বট গাছের তলে, আবিরার চিতার পার্শ্বে এক-খানি মনোহর অট্টালিকা তুল্‌তে হবে! যেন একমাসের ভিতর কাজ শেষ হয়, যেন আবিরার শ্রাদ্ধ-দিবসে তা'র ঐ স্মৃতি-চিহ্নের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারি! যাও, বিলম্ব করো না! [উভয়ের প্রস্থান] আবিরা! আবিরা! বোন্‌—[ক্রন্দন]।

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ!

[সাধু গান করিয়া যাইতেছিল]

ডুব্‌লো ধর্ম্ম তোদের দোষে।
ঢঙ্‌ করে ও গুরুর চেলা বেড়াস্‌ তোরা নানান্‌ বেশে॥
মাখ্‌লে ভস্ম বো-বোম্‌ বলে, বাঁধ্‌লে জটা রুক্ষ-চুলে,
খেলে সিদ্ধি মিলে না সিদ্ধি গাঁজার কল্কি টান্‌লে কষে॥
শাক্ত-যোগি শোন্‌রে বলি, মিল্‌বে না তোর মহাকালী,
বলির কাঠে সন্তান কেটে ধর্‌লে রক্ত মায়ের পাশে॥
সারা অঙ্গে ছাপটী মেরে সেবা-দাসীর বস্ত্র ধরে,
পা'বি নে ও বৈষ্টব-গোঁসাই ব্রজের সোণা হৃষীকেশে॥
চোখ বুজ্‌লে ও ব্রাহ্ম-বাবু, দেখ্‌বে কেবল কমলা-নেবু,
ভক্তিমার্গে মিল্‌বে গুরু সকল ধর্ম্মে সকল দেশে॥
ডুবলো ধর্ম্ম তোদের দোষে॥

[প্রস্থান।

[টাকার থলি লইয়া হাসিতে হাসিতে ঢেঁকির প্রবেশ]

ঢেঁকি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! আচ্ছা, বল তো এত টাকা আমি কি করবো? বাপরে বাপ! একশ' টাকা! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[শিরোমণির প্রবেশ]

শিরোমণি—কি রে ঢেঁকি? অত হাস্‌ছিস্ যে? কি হয়েছে?

ঢেকি—আচ্ছা বল তো ঠাকুর দা, এতটাকা আমি কি করবো? তুমি নেবে? ধর তো, তুমি নাও, আমাকে বিড়ি-টিড়ি খাবার জন্য গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দাও, ওতেই হয়ে যাবে!

শিরোমণি—কোথায় পেলি অত টাকা?

ঢেকি—আরে তা' শোন নি বুঝি? মাজিষ্টর্ সাহেব বক্‌সিস্ দিয়েছে, ডাকাত ধরিয়ে দিয়েছি বলে! আমি বল্লাম্—'বামুন্ ঠান্ দি বুদ্ধি দিয়েছিল,'—সাহেব বল্লে—'না, সরকার তোকেই পুরস্কার দিয়েছে, নিয়ে যা'। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আচ্ছা বল তো ঠাকুর দা, এত টাকা মানুষ মানুষকে দেয়?

শিরো—তা' বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! হারে ঢেকি! ওদের কি তা'হলে সকলের শাস্তি হোল?

ঢেঁকি—না, না! প্রথম দিন তো মাম্‌লাই হোল না! মাজিষ্টর বল্লে—'এরাই আমার ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ, এদের মুখ দেখলে আমার ক্রোধ জলে উঠে, আমি এদের বিচার করবো না। তা'তে অবিচার হতে পারে, এ মাম্‌লা সহরে পাঠিয়ে দাও।'

শিরো—[আনন্দিত হইয়া] ধন্য বাবা বিশু, ধন্য! তুমি বাঙ্গালার গৌরব!

ঢেকি—চুপ, ঠাকুর দা চুপ! মাজিষ্টরকে তুমি 'বিশু' বল্‌ছো! কেউ

শুন্‌বে! বাপরে বাপ! দেখলাম্ কত বড় বড় লোক গিয়ে দুই হাতে সেলাম কর্‌ছে, আর তুমি কিনা বল্‌ছো 'বিশু'?

শিরো—[হাসিয়া] আচ্ছা আর বল্‌বো না, এখন তুই বল্ কা'র কত মাস জেল্ হোল?

ঢেঁকি—সে কথা শোন নি? ঐ জমিদার বেটার দু'বছর হয়েছে, দু'বছর! আরে স্বয়ং মাজিষ্টর সাহেব বাদী, বল কি? না হয়ে যায়?

শিরো—খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, তারপর?

ঢেকি—তারপর রামা আর হামিদার হোল নয়মাস, দীনুর হোল ছয়মাস আর ঐ বেটী রঘুয়ার মা'র হোল তিন মাস! হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঠাকুর দা, আমি মনে করেছিলাম আমাকেও জে'লে দেবে বলে, তা দিলে না, তার উপর কি না দিলে টাকা! নাও, নাও ঠাকুর দা! তুমি ভিখিরি টিখিরিদের দিয়ে দিও!

শিরো—আরে বেটা পাগল! কেন টাকাগুলি ফেলে দিচ্ছিস্? কোমরে বেঁধে রাখ,—ঘর-সংসার করবি!

ঢেঁকি—আরে দূর্! আমি আবার ঘর-সংসার কর্‌বো কি? দিব্যি আছি, তোমরা দশজন দশমুটো দাও, দিব্যি খাই, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, আমি এ টাকার বোঝা নিয়ে কি কর্‌বো?

শিরো—তা' হলে যা'। আমাদের সেবাশ্রমে গিয়ে রমেশের কাছে জমা দে। তা'তে অনেক গরীব-দুঃখীর সাহায্য হবে!

ঢেঁকি—এঁ্যা! ঠিক ঠিক বলেছ! এখুনি যাব! ইস্, ঠাকুরদা'র মাথায় কি বুদ্ধি রে, কি বুদ্ধি!

—আমি তোমায় ভাল-বাসি—ই—ই—

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।
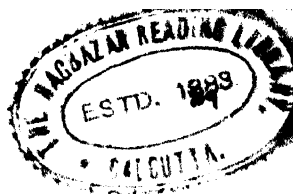
আবিরার চিতার উপর নির্ম্মিত
"আবিরা-মহিলাশ্রম"

বাঙ্গালীর পোষাকে বিশ্বনাথ আসনে উপবিষ্ট!
নিকটে ভোলা, রমেশ, হরি ইত্যাদি ও
দুইজন সশস্ত্র দ্বারবান্ দণ্ডায়মান!

বিশ্বনাথ—আজ হতভাগিনীর শ্রাদ্ধ-বাসরে এই মহিলাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হোল। গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে দাও—কে কোথায় দুঃস্থা, দরিদ্রা কিম্বা নির্য্যাতিতা রমণী আছে, আসুক—এই মহিলাশ্রমে তাহার স্থান হবে! জীবনে ভুল-ভ্রান্তি অনেক পুরুষেও করে, রমণীও তো মানুষ! যদি কখনো কেহ একদিন সয়তানের চক্রে কিম্বা প্রলোভনে পড়ে হঠাৎ একটা ভুল-ভ্রান্তি করে বসে থাকে, এবং এখন যদি সে তা' বুঝতে পেরে' বাকী জীবনটা অনুতাপের মধ্যে দিয়ে ধর্ম্মপথে চালাতে চায়, তবে আসুক্ সে রমণী, এই মহিলাশ্রমে তা'র স্থান হবে! আর বিধবা হো'ক কিংবা সধবা হো'ক্ যদি আবিরার মত শোচনীয় দশায় কেউ কখনো পড়ে থাকে, যদি বা কাউকে দস্যু-তস্কর কিম্বা প্রবল জমিদারের ভয়ে কম্পিত-প্রাণে জীবন-যাত্রা কর্‌তে হয়,—আসুক্ সে এখানে ছুটে, আমি তাকে রাজ-শক্তিতে আশ্রয় দেবো,—এই মহিলাশ্রমেই তা'র স্থান হবে, তবু যেন কোন হতভাগিনী আবিরার মত আত্ম-হত্যা করে না মরে!

সকলে—সাধু! সাধু! সাধু!

বিশ্ব—এই গৃহের চতুষ্পার্শে ফুলের বাগান, শাক-শবজি করবার স্থান, সুতো কাট্‌বার ও কাপড় বুন্‌বার সরঞ্জাম, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করবার বন্দোবস্ত—সমস্তই আমি করে দিচ্ছি! কল্‌কাতা থেকে তিনজন বর্ষীয়সী শিক্ষয়িত্রী এসে এ আশ্রমের ভার নেবেন। ইহা চতুর্দ্দিকে উচ্চ-প্রাচীরে বেষ্টিত হবে—আর ঐ দুইজন শস্ত্রধারী দ্বারবান্ দিবা-রাত্র ইহার প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে! এ আশ্রমের সমস্ত ব্যয়ভার আমি নিজেই বহন করবো!

সকলে—সাধু! সাধু! সাধু!

[শিরোমণির প্রবেশ]

শিরোমণি—বাবা বিশু [অর্দ্ধোক্তে থামিয়া] ধর্ম্মাবতার—?

বিশ্ব—[দাঁড়াইয়া] ও কি কথা ঠাকুর মামা, আসুন্ আসুন্!

[পদধূলি লইল]

শিরো—ও কি করেন, ও কি করেন বাবু?

বিশ্ব—মামা, আমি কি বিলাত গিয়ে এত অপরাধ করেছি যে আপনারা এখন আমায় পর ভাবছেন? 'আপনি' বলে কেন সম্বোধন?

শিরো—বাবা, বেঁচে থাক! ধন্য তুমি, ধন্য আমাদের দেশ! আপনাকে লাভ করে—

বিশ্ব—আবার 'আপনি'? আমি বিলাত-ফেরত হলেও দেশ ভুলিনি—ঠাকুর মামা, আমি এখনো আপনাদের সেই স্নেহের বিশু!

শিরো—তুমি বাবা এখন মাজিষ্টর! আমাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা!

বিশ্ব—সে সব হচ্ছে কোর্টে! এখানে আমি আপনাদের সে-ই বিশু! আমায় পর জ্ঞান করে অপরাধী করবেন না।

[তর্কচূড়ামণির প্রবেশ]

বিশ্ব—এই যে পণ্ডিত-মশায় দেখ্‌ছি, আসুন্, আসুন্।

তর্ক—[নতমস্তক হইয়া] ধর্ম্মাবতার, অভিবাদন করি ! [অভিবাদন]

বিশ্ব—[হাসিয়া] ও কি করেন পণ্ডিতমশায় ? আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নি ! আমি যে দাশু-কৈবর্ত্তের ছেলে বিশ্বনাথ !

তর্ক—[লজ্জিত হইয়া] অতীতে যা' করেছি, তা' মার্জ্জনা করেন ধর্ম্মাবতার ! তখন কি আর বুঝতে পেরেছি যে বাবু, তোমার—[অর্দ্ধোক্তে]—আপনার মধ্যে এতটা গুণ !

বিশ্ব—না, না ! বিলাত গেলে লোকের তেমন একটু আধটু হয়েই থাকে !

শিরো—বাবা, তর্কচূড়ামণি মশায় যে কেন এসেছেন জান ? একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ! তা' তিনি নিজে বলতে সাহস কর্চ্ছেন না, তাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন !

বিশ্ব—কেন ঠাকুরমামা, তিনি কি বলতে চা'ন ?

শিরো—বিষ্টুপুরের জমিদার নবীন দাসগুপ্তের নাম শুনেছ ? তাঁরা বৈদ্য-বংশ !

বিশ্ব—হাঁ মামা, জানি !

শিরো—তাঁর বড় মেয়ে সুবাসিনী এবার কলকাতার কোন্ কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেছে ! দেখতেও পরমা-সুন্দরী !

বিশ্ব—ভাল, তারপর ?

শিরো—তর্কচূড়ামণি এসেছেন বাবা, তোমার সঙ্গে তা'রি সম্বন্ধের জন্য উপযাচক হয়ে !

বিশ্ব—বলেন কি ঠাকুর মামা ? আমরা হ'লাম কৈবর্ত্ত, তাঁরা হলেন বৈদ্যি !

তর্কচূড়া—তা'তে দোষ নেই, তা'তে দোষ নেই বাবু ! আপনি যখন

বিল   ধ্যস্ত ঘু রে' এসেছেন, যখন মাজিষ্টর হয়েছেন, তখন আর
দোষ   এখ বাবু তোমাকে আর পায় কে ? আপনার জন্য
এখন   'জার মেয়ে—

বিশ্ব—এই । বৈঠকেও হাসালেন পণ্ডিত মশায়! এই তো আমাদে ন্দু-সমাজ? এতে কি ন্যায় আছে, না বিচার আছে? সমাজের যত শাসন ও বাধা-বাধি কেবল ঐ নারী এবং দীন-দুর্ব্বলে জন্য! ক্ষমতার কাছে, আর অর্থের সম্মুখে এই সমাজ অতি সহজেই নুইয়ে পড়ে, অতি সহজেই আত্ম-বিক্রয় করে' দেয়! কিন্তু পণ্ডিত-মশায়, আমি বড় দুঃখিত, বর্ত্তমানে আমার বিবাহ করবার সময়ও নেই প্রবৃত্তিও নেই! নমস্কার!

যবনিকা পতন।